উন্নত জগৎ গঠন করুন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ

THE INSTITUTION OF ENGINEERS, BANGLADESH
ESTD 1948

স্থাপিত সাল ১৯৪৮

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা
৪৩বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.

শোকাবহ আগস্ট...

সম্মানিত লেখক/পাঠকবৃন্দের প্রতি

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এর বিভাগসমূহ

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

- **চিঠিপত্র**
- বিশেষ নিবন্ধ/প্রতিবেদন ঃ চলমান জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকৌশল প্রকল্প, প্রযুক্তি বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন/ বিশেষ নিবন্ধ।
- ধারাবাহিক ঃ স্বনামধন্য লেখকবৃন্দের বিশেষ নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ।
- মুক্তমঞ্চ ঃ প্রকৌশল/ প্রযুক্তিগত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামতধর্মী লেখা; পাঠক প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।
- প্রযুক্তি বিতর্ক ঃ
  জনগুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত বিষয়ে (যেমন ঃ তেল, গ্যাস, আহরণ বিতরণ, বিপনন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিদেশীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইন, বিকল্প জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং) চলমান বিতর্ক জনস্বার্থে গঠনমূলকভাবে উৎসাহিত করা।
- গ্রীণ টেকনোলজি ঃ গ্রীণ হ্যাবিট্যাট, গ্রীণ আর্কিটেকচার, পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিবন্ধ, সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ।
- প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব ঃ প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে নব্য-আবিষ্কার/ উদ্ভাবনের সচিত্র খবর/ফিচার।
- উদ্ভাবন ঃ নবীন-প্রবীণ প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে অধ্যয়নরতদের উদ্ভাবনের সচিত্র খবর।
- পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঃ বিষয় ক্ষেত্রে তথ্য, সচিত্র সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ।

সংগঠন পরিচিতি/ সংগঠন সংবাদ

- আইইবি সংবাদ ঃ
- প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব ঃ নবীন প্রবীণ প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি।
- সাক্ষাৎকার ঃ গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে স্বনামধন্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।
- অতিথি কলাম ঃ অপ্রকৌশলী মননশীল লেখকদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মতামত সম্বলিত নিবন্ধ।
- **বিশেষ কার্যক্রম ঃ**
  ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।
  উদ্দেশ্য ঃ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমত সংগঠন।
  বিষয় ঃ পারমাণবিক বিদ্যুৎ, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, কুইক রেন্টাল পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং ইত্যাদি।

আইইবি-এর মাসিক প্রকাশনায় নিয়মিত লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

IEB MEMBERSHIP QUALIFICATION AND CRITERIA NOTICE

IEB ASSOCIATE MEMBERSHIP QUALIFICATION CRITERIA APPROVED IN THE60TH ANNUAL GENERAL MEETING

ASSOCIATE MEMBERS CRITERIA

Every candidate for attachment to The Institution as an Associate Member or for transfer from Student to this class shall satisfy the following conditions :

Qualification : He shall have completed a course of studies in engineering leading to a degree and shall have received such degree recognized by the Council and other qualification may be accepted in consultation with the Equivalence Committee.

Or

He shall have passed the Section "B" Examination of The Institution of Engineers. Bangladesh which is included in the Rules and Syllabi for Associate Membership and Membership Examination or of any other Institution or Society, the Examinations of which are recognized by the Council.

He shall have to submit the following information with the application form: Date of Birth, Nationality, Fathers name, Mothers name, Marital status and spouse name, Blood group, Copies of Educational Certificates, Transcripts, Studentship Roll/ID number, Registration number. The Membership Committee will assess and verify the documents and signature with the NID.

MEMBERS CRITERIA

Every Candidate for election to the class of Member or transfer from an Associate Member into this class shall produce evidence satisfactory to the Council that he fulfills the following condition :

* **Age :** He shall not be less than 27 (twenty seven) years of age, on the date of application. * **Occupation :** At the time of his application for election he shall be actually engaged in teaching, research & development, design, planning, engineering management and/or the execution of engineering works. ***Qualification :** Qualification recognized by the Institution and included in the rules and syllabi shall be accepted for various classes of membership. Other qualification may be accepted in consultation with the Equivalence Committee and

A. He shall be an Associate Member or have passed Section "B" Examination of The Institution, followed by at least 2 (two) years experience under a Corporate Member of which he shall have at least one year's experience in engineering activities.

Or

B. He shall have completed a course of studies in engineering leading to a degree recognised by the Council or as exempting him from Section "A" & "B" Examinations of the Institution and shall have at least 3 (three) years practical experience after graduation under the guidance of a Corporate Member or a teaching experience of 3 (three) years. Post Graduate Studies leading to a Master and Doctor of Engineering degrees from a recognised educational institution shall be counted as one and three years practical experience respectively.

Or

C. He shall have a Master or Doctor of Engineering Degree from a recognized educational institution after having his Bachelor Degree in any allied subject and shall have four and two years of practical experience respectively in the field of engineering activities.

D. Recognized training record for the last (02) two years to be submitted with a report of minimum 1500 (fifteen hundred) words demonstrating competencies and applicants abilities, which will be assessed by Membership Committee Assessment Team.

FELLOW CRITERIA

Every candidate for admission into The Institution as a Fellow or transfer from a Member to a Fellow shall produce evidence satisfactory to the Council that he fulfills the following conditions :

* **Age :** He shall not be less than 37 (thirty seven) years of age. * **Occupation :** He shall be engaged in the profession of engineering after having held before his application for election or transfer, a position of high responsibility. * **Qualification :** He shall have one of the following qualifications :

A. * He shall be a Member of The Institution for at least 5 (five) years.
*He shall have at least 12 (twelve) years experience in a position of responsibility in teaching, research & development, design, planning engineering management and/or the execution of important engineering works substantiated through a detailed report of 2000 words on experience demonstrating competencies and applicants abilities and recognized training record for last two years, which will be assessed by Membership Committee Assessment Team.

Or

B. *He shall have fulfilled conditions necessary for Membership. *He shall have had suitable education and training in engineering and shall have at least 20 (twenty) years experience in a position of responsibility in teaching, research & development, design, planning, engineering management and/or execution of important engineering works and substantiated through a detailed report of minimum 2000 words on experience demonstrating competencies and applicants abilities and recognized training record for last two years, which will be assessed by Membership Committee Assessment Team.

রেজি নং-ডিএ-১৯২৭ ৪২বর্ষ ২য় সংখ্যা

THE INSTITUTION OF ENGINEERS, BANGLADESH

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০

স ম্পা দ কী য়

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, দিনটি ছিলো শুক্রবার। এই দিনে সপরিবারে নির্মম নৃশংস বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৫ আগস্ট আমাদের জাতীয় শোক দিবস। জাতীয় শোক দিবসে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে জাতির পিতাসহ ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের শিকার সকল শহীদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। দুর্বৃত্ত ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি। জাতির জনকের সাহসী ও সুযোগ্য কন্যা আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচার কার্যকর হয়েছে। সাজাপ্রাপ্ত কতিপয় আত্মস্বীকৃত খুনী বিদেশে পালিয়ে আছে। তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার কার্যকর করার জোর দাবী করছি আমরা।

বঙ্গবন্ধুর কন্যার সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। "রূপকল্প ২০২১" ও "রূপকল্প ২০৪১" বাস্তবায়নের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে বাংলাদেশ ক্রমশঃ উন্নত আধুনিক দেশে পরিণত হচ্ছে। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে দিনবদল তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে আরো একধাপ এগিয়ে গেলো জাতি। স্বপ্নের পদ্মাসেতু এখন আর স্বপ্ন নয় বাস্তব। মেট্রোরেল, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, এমন বহু উন্নয়ন প্রকল্প বদলে দিচ্ছে বাংলাদেশের রূপ। বঙ্গবন্ধুর ৪৩তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকৌশলী সমাজের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) যথাযোগ্য মর্যাদায় ও গভীর শ্রদ্ধায় নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে দিবসটি পালন করে। সদর দপ্তরের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন, এবং গরীবদের মাঝে খাবার বিতরণ।

দেশজুড়ে সকল কেন্দ্র-উপকেন্দ্র এবং ওভারসীজ চ্যাপ্টার সমূহে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এর চলতি সংখ্যায় আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পবিত্র আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হলো। এছাড়া এ সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুর কারাগারের রোজ নামচা থেকে লেখা সংকলিত করা হয়েছে। লেখাগুলোতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও সমাজচিন্তার প্রতিফলন উদ্ভাসিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

প্রিয় পাঠক, আইইবি তথা প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ- এর উন্নয়নে আপনাদের মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করছি। সকলের সুস্থ, সুন্দর, শান্তিময়, জীবন কামনা করছি। প্রতিসংখ্যার মতো এ সংখ্যায় রয়েছে আইইবি'র নানা কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন। এছাড়া কেন্দ্র-উপকেন্দ্রের নানা সংবাদ।

চিঠিপত্র, মুক্তমঞ্চ ও প্রযুক্তি বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের ।

আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

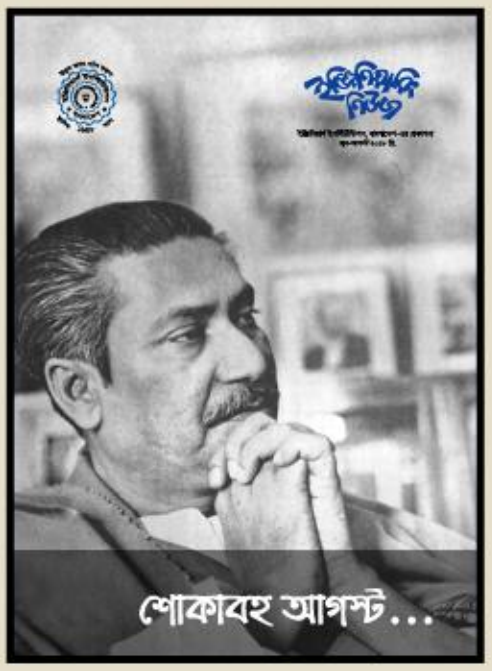

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
প্রকৌশলী এস.এম. মনজুরুল হক মঞ্জু

সম্পাদক
প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার
প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন
প্রকৌশলী ধরিত্রী কুমার সরকার
প্রকৌশলী সাইফুল্লাহ আল মামুন
প্রকৌশলী মোহাম্মদ মোহসিউল ইসলাম (আদনান)
প্রকৌশলী অমিত কুমার চক্রবর্তী

নির্বাহী সম্পাদক
অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মাহমুদ আখতার শরীফ

সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (একা. এন্ড প্রকা.)
মো. জসীম উদ্দিন

নির্বাহী সহকারী (প্রকাশনা)
শেখ মো. আসাদুল্লাহ

নির্বাহী সহকারী (গ্রাফিক্স)
সুব্রত সাহা

সম্পাদকীয় কার্যালয়
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫৯৪৮৫, ৯৫৬৬৩৩৬, ৯৫৫৬১১২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৬২৪৪৭
ই-মেইল : info.iebhq@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.iebbd.org

নিউজ ও সম্পাদকীয় যোগাযোগ
ইমেইল ঃ iebnews48@gmail.com
(নিউজ ও সম্পাদকীয় বিভাগ)

এই সংখ্যায়

আম্মার উৎসাহেই জাতির পিতা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লিখেছিলেন...

জেলের ভিতর অনেক ছোট ছোট জেল আছে

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনী

পরমাণু বিদ্যুৎ : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

বিজ্ঞান : যমজ পৃথিবীর সন্ধানে

হ্যানয় ঘুরে এলাম

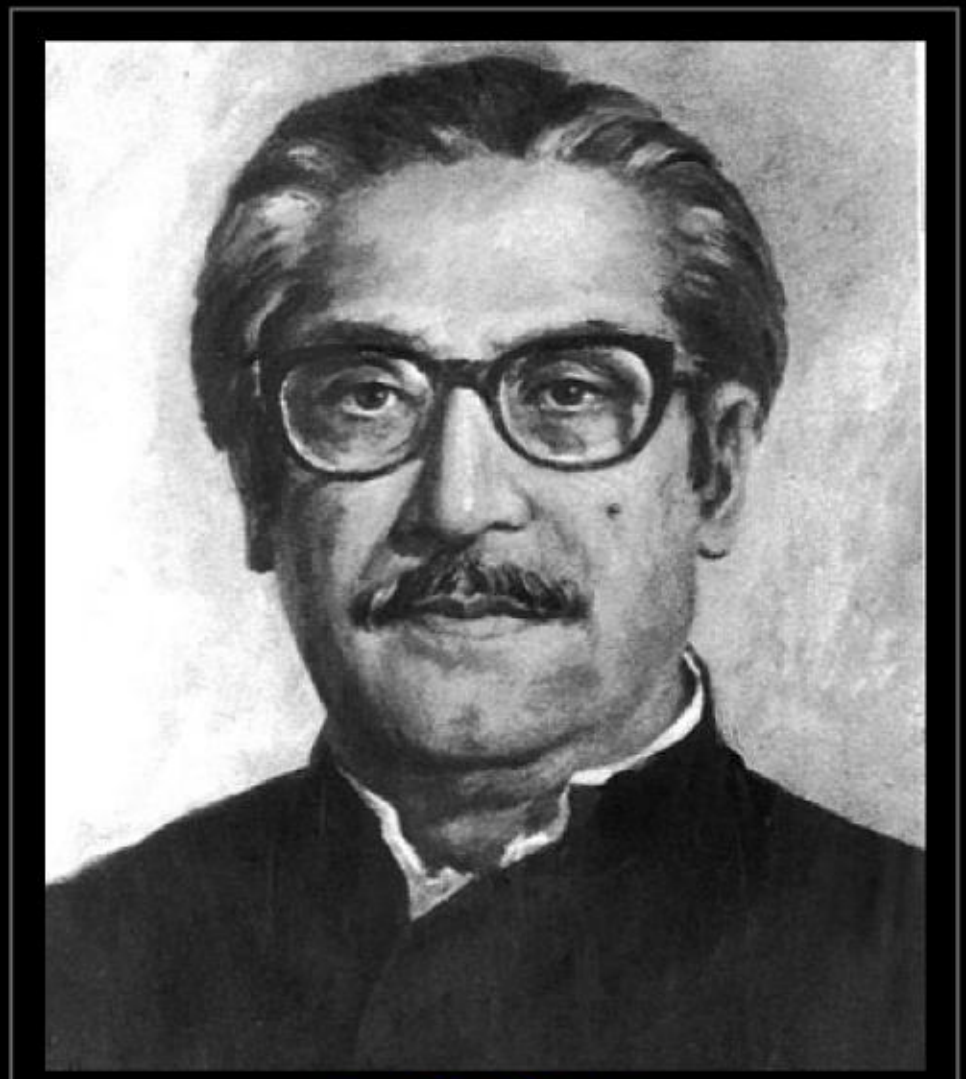

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাৎবরণকারী বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব

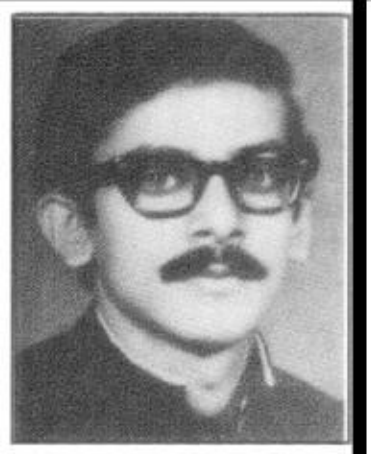
শেখ কামাল

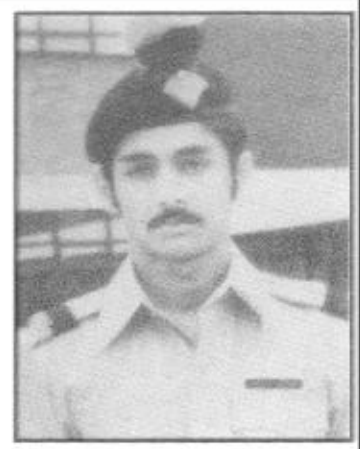
শেখ জামাল

শেখ রাসেল

শেখ আবু নাসের

সুলতানা কামাল

পারভিন জামাল রোজী

আবদুর রব সেরনিয়াবাত

শেখ ফজলুল হক মণি

বেগম আরজু মণি

শহীদ সেরনিয়াবাত

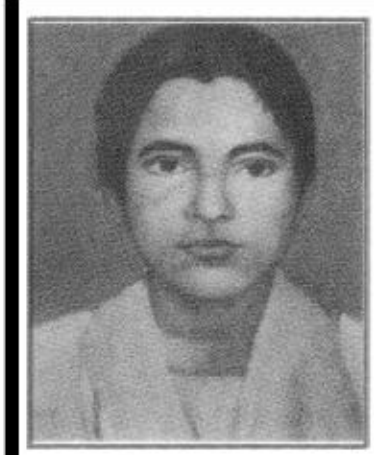
বেবী সেরনিয়াবাত

আরিফ সেরনিয়াবাত

সুকান্ত আবদুল্লাহ

কর্নেল জামিলউদ্দিন আহমেদ

আবদুল নঈম খান রিন্টু

আম্মার উৎসাহেই জাতির পিতা ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ লিখেছিলেন...

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী : শেখ হাসিনা

আমার মা ও জাতির পিতার সহধর্মিণী, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের জন্মদিনে এই মহীয়সী নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আজ তাঁর ৮৭তম জন্মবার্ষিকী। তিনি ১৯৩০ সালের ৮ই আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। আগস্ট বাঙালির শোকের মাস। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৫ আগস্টের শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রম হারানো দু’ লাখ মা-বোনকে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র জাতির পিতার সঙ্গে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। হত্যা করে আমার তিন ভাই-মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ জামাল এবং শেখ রাসেল, দুই ভাইয়ের নবপরিণীত স্ত্রী-সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে। সেদিন হত্যা করা হয়-জাতির পিতার সহোদয় শেখ নাসের, ভগ্নিপতি কৃষক নেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি এবং তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বেবী সেরনিয়াবাদ, সুকান্ত বাবু, আরিফ, মিন্টুসহ আমাদের পরিবারের ১৮ জনকে। জাতির পিতার সামরিক সচিব কর্নেল জামিলকেও হত্যা করা হয়।

বঙ্গমাতা সম্পর্কে মানুষ খুব সামান্যই জানে। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে ও প্রচারবিমুখ ছিলেন। তাই বঙ্গমাতার অবদান লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে গেছে। বেগম মুজিব খুব অল্প বয়সে মা-বাবাকে হারান। আমার দাদা-দাদির কাছে বেড়ে ওঠার সময় অল্প বয়সে তাঁর মধ্যে সাহস, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা গড়ে উঠেছিল। বঙ্গমাতা ছিলেন স্বামী - সংসার-অন্তঃপ্রাণ বাঙালি নারী এবং শোষিত - নিপীড়িত জনসাধারণকে মুক্তির চেতনায় জাগিয়ে তোলার সংগ্রামে স্বামীর পাশে থাকা সহযোদ্ধা। আম্মা অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আব্বাকে সহায়তা করতেন। আম্মা জেলখানায় দেখা করতে গেলে আব্বা তাঁর মাধ্যমেই দলীয় নেতাকর্মীদের খোঁজখবর পেতেন। আব্বার দিকনির্দেশনা আম্মা নেতা-কর্মীদের পৌছাতেন। আব্বা কারাবন্দি থাকলে সংসারের পাশাপাশি সংগঠন চালানোর অর্থ আম্মা জোগাড় করতেন।

আম্মা চাইলে স্বামীকে সংসারের চার দেয়ালে আবদ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কখনও ব্যক্তিগত-পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকাননি। ফলে আমরা সন্তানরা বঞ্চিত হয়েছি এবং আম্মাকেই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।

আমার মায়ের ভোগ-বিলাসিতা প্রতি মোহ ছিল না বলেই আব্বা নির্দ্বিধায় মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন। বছরের পর বছর কারাগারে ছিলেন। কারাগার থেকে মুক্ত হলে ব্যস্ত থাকতেন আন্দোলন-সংগ্রাম আর সংগঠন নিয়ে। পরিবারের প্রধান বারবার জেলে গেলে সেই পরিবারের গৃহকর্ত্রীর কী অবস্থা হয়? কেমন সাহস, শক্তি আর মনোবল থাকলে সেই গৃহকর্ত্রী সংসার পরিচালনা করতে পারেন। আমার মায়ের অনুভূতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জাতির পিতা তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন–"রেণু আমাকে যখন একাকী পেল, বলল, জেলে থাক আপত্তি নাই। তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখ। তোমাকে দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। তোমার বোঝা উচিত আমার দুনিয়ায় কেউ নাই। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা গেছেন, আমার কেউই নাই। তোমার কিছু হলে বাঁচব কি করে? কেঁদেই ফেলল। আম্মা মানুষের মুক্তির জন্য আব্বার সংগ্রামী চেতনা বুঝতেন এবং সহযোগিতা করতেন। আব্বাও আম্মার সাহস, মনোবল, ত্যাগ, বিচক্ষণতা দুঃখ-কষ্ট সব বুঝতেন।

১৯৫১ সালের ঘটনা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাব্বিশ-সাতাশ মাস বিনা কারণে কারাবন্দি থাকার পর মুক্তির দাবিতে অনশন করতে গিয়ে মুমূর্ষু হয়ে পড়েন। তখন শেষ বার্তা মনে করে চারজনের কাছে চারখানা চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জাতির পিতা আম্মার সম্পর্কে তাঁর ভাবনার কথা লিখেছেন। আব্বা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে আম্মা সম্পর্কে লিখেছেন, "রেণুর দশা কী হবে? তার তো কেউ নাই দুনিয়ায়। ছোট ছেলেমেয়ে দুইটার অবস্থাই বা কী হবে? তবে আমার আব্বা ও ছোট ভাই ওদের ফেলবে না, এ বিশ্বাস আমার ছিল। চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। হাসিনা, কামালকে একবার দেখতেও পারলাম না।"

আম্মার উৎসাহেই জাতির পিতা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লিখেছিলেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র শুরুতে তিনি সে সম্পর্কে লিখেছেন। "আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলেন– বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।" এই প্রসঙ্গে জাতির পিতা তাঁর জীবনী গ্রন্থে আরও বলেন, " আমার স্ত্রী যার ডাক নাম রেণু- আমাকে কয়েকটা খাতাও কিনে জেলগেটে জমা দিয়ে গিয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা করে খাতা কয়টা আমাকে দিয়েছেন। রেনু আরও একদিন জেলগেটে বসে আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাই আজ লিখতে শুরু করলাম।"

বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্যারোলে মুক্তি নিতে চাপ দেওয়া হয়। মা'কে ভয় দেখানো হয়েছিল– 'পাকিস্তানিদের শর্ত না মানলে তিনি বিধবা হবেন'। কিন্তু মা কোন শর্তে মুক্তিতে রাজি হননি। আব্বাও প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। শেষ পর্যন্ত গণ-অভ্যুত্থানে পাকিস্তান সরকার আব্বাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭১-এর ৭ মার্চ। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় যাওয়ার আগে দুপুরে খাওয়ার পরে আব্বা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আম্মা এবং আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সেদিন জাতির পিতা কী বলবেন-সে সম্পর্কে অনেক অনেক পরামর্শ দেন। আম্মা বলেছিলেন, 'তোমার চেয়ে বাংলার মানুষেকে কে ভাল জানে। তোমার মনে যা চায়–তুমি তাই বলবে।' ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা স্বাধীনতা ঘোষণার পরই প্যাকিস্তানি সেনারা আমাদের বাড়ি আক্রমণ করে। আব্বাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কামাল ততক্ষণে মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। আমরা গ্রেফতার এড়াতে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আশ্রয় নিতে থাকি। মাস দুয়েক এভাবে থাকার পর পাকিস্তানি বাহিনী মগবাজারের একটি বাড়ি থেকে আমাদের আটক করে ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে নিয়ে আসে। সেই বাড়ির কঠোর নিরাপত্তা ভেদ করে জামালও মুক্তিযুদ্ধে চলে যায়।

দেশ স্বাধীনের পরও আমরা জানতে পারিনি, আব্বা বেঁচে আছে কি না। স্বাধীনের ২২ দিন পর ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি বিবিসি জানায়, আব্বা পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।' মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস আম্মার যে মনোবল দেখেছি, তা ছিল কল্পনাতীত। স্বামীকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে গেছে। দুই ছেলে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে। তিন সন্তানসহ তিনি গৃহবন্দি। যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন কিন্তু আম্মা মনোবল হারাননি।

অসীম সাহস এবং ধৈর্য নিয়ে আম্মা সেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন। তিনি আল্লাহকে স্মরণ করতেন। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে বন্দি অবস্থায় আম্মা অধিকাংশ সময় হাতে তসবিহ নিয়ে পড়তেন। '৭১-এ বিজয় এল ১৬ই ডিসেম্বর। আমরা মুক্তি পেলাম ১৭ই ডিসেম্বর। জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু পাকবাহিনী আমাদের গৃহবন্দি করে রেখেছে। আম্মা সেদিন পাকিস্তানি হাবিলদারকে ডেকে বলেন, 'তোমাদের নিয়াজী সারেন্ডার করেছে, তোমরাও করো (হাতিয়ার ডাল দো)।' দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সম্ভ্রমহারা নির্যাতিতা নারীদের জন্য আমার মা নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। তাদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও জীবিকার ব্যবস্থা করেন। বঙ্গমাতা বিলাসিতা প্রশ্রয় দেননি। ছেলে মেয়েদের সেই আদর্শেই গড়ে তোলেন। আব্বা পাকিস্তানি আমলে মন্ত্রী ছিলেন। চা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে বিত্ত-

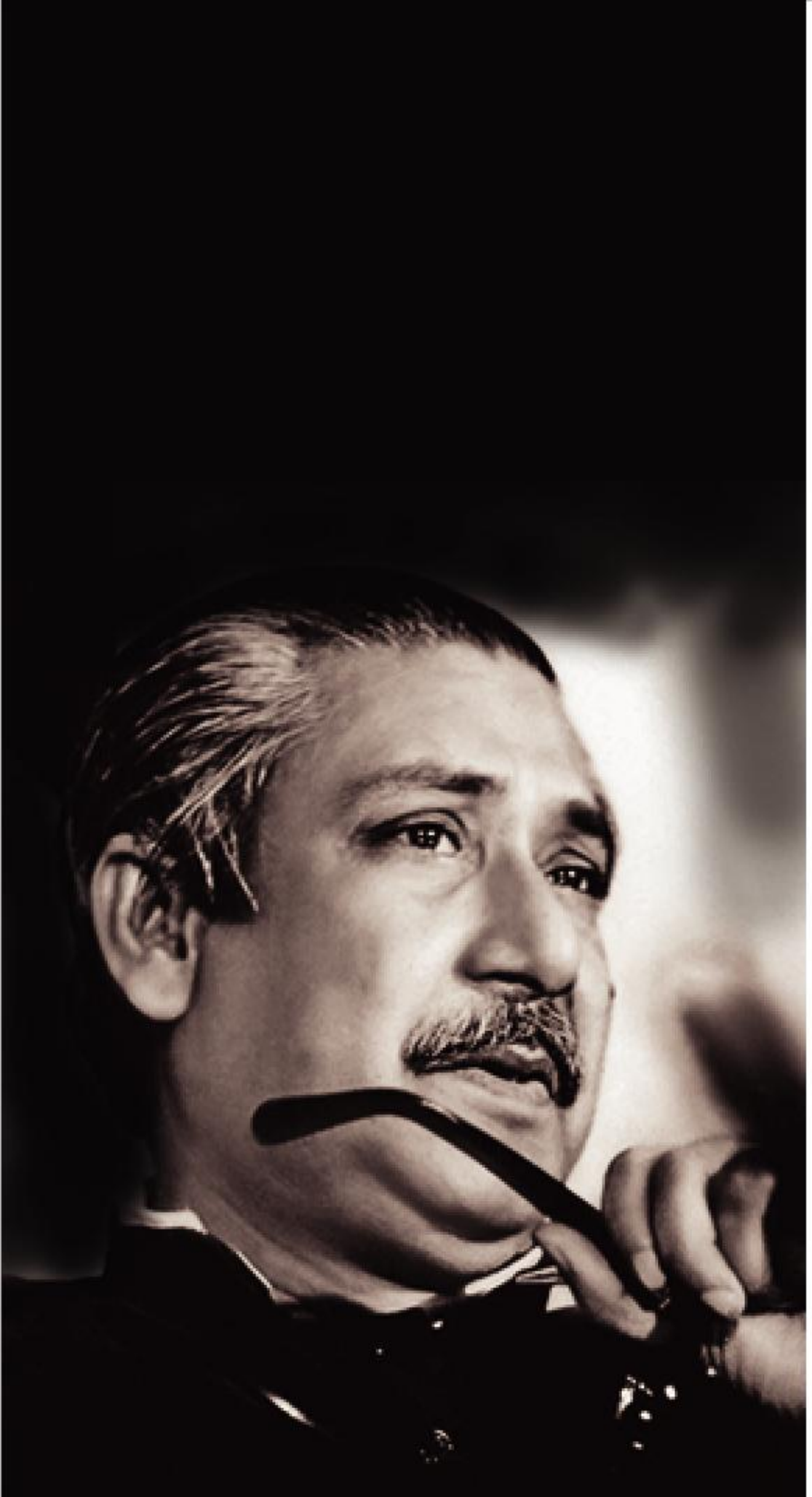

জেলের ভিতর অনেক ছোট ছোট জেল আছে

শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের বড় একটি অংশ কেটেছে কারাগারে। জীবনের এই অধ্যায়টি তিনি সেখানে বসেই লিখে গেছেন। সেই লেখাই বই আকারে প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমি। এই বইয়ে শুধু কারাগারের চিত্রই নয়, ফুটে উঠেছে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পাকিস্তান সরকারের এক নায়কোচিত মনোভাব ও অত্যাচার-নির্যাতনের নানান চিত্র। ফুটে উঠেছে, একজন বন্দী বাবার আকুতি, অবুঝ সন্তানের ভালোবাসা। দেশ ও মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর ভাবনা, রাজনৈতিক দর্শন। সেই বইয়ের একটি অধ্যায় থালা বাটি কম্বল জেলখানার সম্বল । সেই অধ্যায়ের কিয়দংশ ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ পাঠকের জন্য তুলে ধরা হলো।
(একাডেমিক ও প্রকাশনা ডেস্ক)

জেলে যারা যায় নাই, জেল যারা খাটে নাই- তারা জানে না জেল কি জিনিস। বাইরে থেকে মানুষের যে ধারণা জেল সম্বন্ধে ভিতরে তার একদম উল্টা। জনসাধারণ মনে করে চারিদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা, ভিতরে সমস্ত কয়েদি এক সাথে থাকে, তাহা নয়। জেলের ভিতর অনেক ছোট ছোট জেল আছে। করাগার যার একটা আলাদা দুনিয়া। এখানে আইনের বইতে যত রকম শাস্তি আছে সকল রকম শাস্তিপ্রাপ্ত লোকেই পাওয়া যায়। খুনি, ডাকাত, চোর, বদমায়েশ, পাগল- নানা রকম লোক এক জায়গায় থাকে। রাজবন্দিও আছে। আর আছে হাজতি যাদের বা বিচার হয় নাই হতেছে, এখনও জামিন পায় নাই। এই বিচিত্র দুনিয়ায় গেলে মানুষ বুঝতে পারে কত রকম লোক দুনিয়ায় আছে। বেশিদিন না থাকলে বোঝা যায় না। তিন রকম জেল আছে। কেন্দ্রীয় কারাগার, জেলা জেল, আর সাবজেল যেগুলি মহকুমায় আছে। জেলখানায় মানুষ, মানুষ থাকে না। মেশিন হয়ে যায়। অনেক দোষী লোক আছে। আর অনেক নির্দোষ

লোকও সাজা পেয়ে আজীবন কারাদন্ড ভোগ করছে। সাবজেল দুই তিন মাসের সাজাপ্রাপ্ত লোক ছাড়া রাখে না। ডিস্ট্রিক্ট জেলে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় তিন বছরের উপর জেল হলে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠাইয়া দেয়। আমি পাঁচবার জেলে যেতে বাধ্য হয়েছি। রাজবন্দি হিসাবে জেল খেটেছি, সশ্রম কারাদন্ডও ভোগ করতে হয়েছে। আবার হাজতি হিসেবেও জেল খাটতে হয়েছে। তাই সকল রকম কয়েদির অবস্থা নিজের জীবন দিয়ে বুঝতে পেরেছি। আমার জীবনে কি ঘটেছে তা লিখতে চাই না, তবে জেলে কয়েদিরা কিভাবে তাদের দিন কাটায়, সেইটাই আলোচনা করব। পূর্বেই বলেছি, জেলের ভিতর অনেক ছোট ছোট জেল আছে। জেলের কাজ কয়েদিরাই বেশি করে; অফিসারদের সাহায্য করে, আলাদা আলাদা এরিয়া আছে। হাজতিরা এক জায়গায় থাকে। সেখান থেকে তারা বের হতে পারে না। রাজবন্দিরা আলাদা আলাদা জায়গায় থাকে। সেখান থেকে তারা বের হতে পারে না। কয়েদিদের জন্য আলাদা জায়গা আছে, ছোট ছোট দেয়াল দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যেই থাকতে হয়। আর একটা এরিয়া আছে যাকে বলা হয় সেল এরিয়া। যেখানে জেলের মধ্যে অন্যায় করলে সাজা দিয়ে সেলে বন্ধ করে রাখা হয়।

আবার অনেক সেলে একা কয়েদিদের রাখা হয়। সেল অনেক রকমের আছে পরে আলোচনা করব। কয়েদিদের গুনতি দিতে দিতে অবস্থা কাহিল হয়ে যায়। সকালে একবার গণনা করা হয়, লাইন বেঁধে বসিয়ে গণনা করে। জমাদাররা যখন সকালে দরজা খোলে তখন একবার। আবার দরজা খোলার পরে একবার, ১১ টার সময়ে একবার, সাড়ে ১২ টায় একবার, বিকালে একবার, আবার সন্ধ্যায় তালাবন্ধ করার সময় একবার।

প্রত্যেকবারই কয়েদিদের জোড়া জোড়া করে বসতে হয়। কয়েদিদের জন্য আলাদা আলাদা ওয়ার্ড আছে। কোন ওয়ার্ড একশত, কোনটায় পঞ্চাশ, কোনটায় পঁচিশ, আবার এক এক সেলে এক একজন, কোন সেলে তিনজন, চারজন, পাঁচজনকেও বন্ধ করা হয়। তবে এক সেলে দুইজনকে কোন দিন রাখা হয় না। কারণ, দুইজন থাকলে ব্যভিচার করতে পারে, আর করেও থাকে। জেলের ভিতর হাসপাতাল আছে, ডাক্তারও আছে। অসুস্থ হলে চিকিৎসাও পায়। কাজ করতে হয়। যার যা কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। যারা লেখাপড়া জানে, তারা অফিসে রাইটারের কাজ করে। কেহ বাগানে, কেহ গুদামে, কেহ ফ্যাক্টরিতে, কেহ সুতা কাটে, কেহ পাক করে, কেহ ঝাড়ু- দেয়, কেহ আবার মেথরের কাজও করে। যত রকম কাজ সবই কয়েদিদের করতে হয়।

সন্ধ্যার পরে কেউই বাইরে থাকতে পারে না। ভিতরেই পায়খানা- প্রশ্রাবখানা আছে। সন্ধ্যার পূর্বেই লাইন ধরে বসে খানা শেষ করতে হয়। তালা বন্ধ করে সিপাহিরা বাহিরে পাহারা দেয়। ভিতরে থাকে কয়েদিরা। কয়েদিরা যতদিন জেলে থাকে- সন্ধ্যার পর অন্ধকার হলো, কি চাঁদের আলো, এ খবর খুব কম রাখে। কয়েদিদের ভিতর আবার প্রমোশনও হয়। কালো পাগড়ি নাইটগার্ড, গেট পাহারা ইত্যাদি। যে সাজা তাদের দেওয়া হয় তার অর্ধেক জেলখাটা হয়ে গেলে তাদের পাহারার কাজ দেওয়া হয়। পাহারা'দের কালো ব্যাচ পরতে হয়। এরা দরজায় দরজায়, দেয়ালে দেয়ালে, পাহারা দেয়। আবার কেউ কয়েক জন কয়েদিদের মালিক হয়, এই কয়েদিদের কাজ করায়। সেলে ব্যাজের 'পাহারা' জেলের সকল জায়গায় যেতে পারে। কাউকে ডাকতে হলে, কোন কয়েদিকে আনার দরকার হলে জমাদার সিপাহিরা এদের পাঠায়। এদের উপর থাকে,'কনভিক্ট ওভারসিয়ার'- যাদের 'মেট' বলা হয়, এদের কোমরে চামড়ার বেল্ট থাকে। এরাও 'পাহারা' দের মতো কাজ করায়। কয়েকজন কয়েদির উপর যে যার মেট থাকে এদের দেখাশোনা করে। তিনভাগের দুইভাগে সাজা খাটা হলে 'মেট হতে পারে। এর উপর নাইটগার্ড করা হয়। এরা কোমরে বেল্ট ও সিপাহিদের মতো বাঁশি পায়। দরকার হলে এরা বাঁশি বাজাতে পারে এবং পাগলা ঘন্টা দেওয়াতে পারে। যারা সিপাহিদের সাথে ডিউটি দেয় তাদের খাট-মশারি-বালিশ দেয়া হয়। তারা জেলের ভিতরে সকল জায়গায় ঘুরতে পারে। এর উপরে থাকে কালা পাগড়ি, তাদের কালা পাগড়ি পরতে হয়। এরা কোমরে বেল্ট ও বাঁশি পায়। এদের ক্ষমতা প্রায়ই সিপাহিদের সমান। এরা এক একটা এরিয়ার চার্জে এবং সিপাই জমাদারদের সাহায্য করে।

যাদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড খাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তাদেরই এই 'পাওয়ার' দেয়া হয়। সকলকেই নাইটগার্ড করা বা কালা পাগড়ি দেওয়া হয় না। যারা জেলের মধ্যে

ভালোভাবে থেকেছে, স্বভাব চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করা হয়, তাদেরই নাইটগার্ড করা হয়। কালা পাগড়ি ও নাইটগার্ডদের বাইরে ডিউটি দেওয়া হয়। 'মেট' পাহারা ভিতরে পাহারা দেয়। যেখানে কয়েদিদের বন্ধ করে রাখা হয় সেখানে পাঁচজন করে মেট পাহারা থাকে। তারা দুই ঘন্টা করে রাতে পাহারা দেয়। বাইরের থেকে সিপাহিরা জিজ্ঞাসা করে ভিতর থেকে উত্তর দেয়। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে নাম্বার আছে। সিপাহিরা জিজ্ঞাসা করে আর নম্বর বলে ভিতর থেকে উত্তর দিতে হয়। যেমন একজন সিপাহি বলল, পাঁচ নাম্বার সাথে সাথে ভিতর থেকে বলতে হবে, ঠিক আছে, পঞ্চাশ জানালা বাড়ি ঠিক। মানে হলো কয়েদি ৫০ জন, বাড়ি ঠিক আছে। আবার জানালাও ঠিক আছে।

এমন এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন নম্বর, এমনি করে রাতভর সিপাহিরা ডাকতে থাকে, যার উত্তর কয়েদি পাহারা ও মেটেরা ভিতর থেকে দিতে থাকে। রাতে দুই ঘন্টা পরপর সিপাহি বদলি হয়ে যখন নতুন সিপাহি আসে, তারা এসে তালা ভালোভাবে চারদিকে পরীক্ষা করে দেখে। পূর্বের সিপাহির কাছ থেকে কাজ বুঝে নিতে হয়। সিপাহি বদলির সাথে সাথে আবার ভিতরের পাহারাও বদলি হয়ে, পূর্বের পাহারার থেকে কাজ বুঝে নেয়। কয়েদিরাই কয়েদিদের চালনা করে ও কাজ করায়। কাজ বুঝিয়ে দিতে হয় আবার কাজ বুঝে নিতে হয়। কয়েদিদের ওপর যে অত্যাচার হয় বা মারপিট হয়, তাও কয়েদিরাই করে। ইংরেজের কায়দা, 'কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলা হয়। একটা সত্য ঘটনা না লিখে পারছি না। ঘটনাটা ঢাকা জেলে ঘটেছিল। একজন কয়েদির কয়েকটা চুরি মামলায় কয়েক বছরের জেল হয়। চোর বলে গ্রামের লোক ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় এবং জেল দেওয়াইয়া দেয়। গ্রামের লোক কেউই ওকে দেখতে পারতো না। যারা জেল খাটার পর 'পাহারা' হয় এবং কনভিক্ট ওভারসিয়ার হয় যাকে মেট বলা হয়, তারা বেল্ট পরতে পারে। মেট হয়ে যখন কয়েকজন কয়েদির ভার পড়ল ওর ওপরে কাজ করাবার জন্য ওর কথামতো তাদের চলতে হতো। তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে তার স্ত্রীর কাছে একটি চিঠি লিখলো। তাতে লিখেছে, গ্রামে আমার কথা কেহই শুনতো না, আমাকে সকলেই ঘৃণা করত, কিন্তু খোদার মেহেরবানিতে জেলখানায় আমার এত পতিপত্তি হয়েছে যে, আমার কথামতো কতগুলি লোককে কাজ করতে হয়। বসতে বললে বসতে হয়। দাঁড়াতে বললে দাঁড়াতে হয়। কথা না শুনলে কমরের বেল্ট খুলে খুব মার দেই।

কারও প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নাই। আল্লাহ আমাকে খুব সম্মান দিয়েছে। এত বড় সম্মান সকলের কিচমতে হয় না। গ্রামের লোক আমাকে চোর বললে কি হবে, জেলে আমি একটা মাতুব্বর শ্রেণির লোক। চুরি না করলে আর জেলে না আসলে এ সম্মান আমাকে কেউই দিত না। তুমি ভেবো না। এখানে আমি খুব সম্মানের সাথে আছি। সত্যিই এত বড় সম্মান কোনোদিনও আশা করতে পারি নাই। কয়েদিরা চিঠি যখন পাঠায় তখন পরীক্ষা করে দেখা হয় জেল অফিসে। যখন এই চিঠি পরীক্ষা করার জন্য খোলা হলো তখন তো সকলে চিঠি পড়ে হাসতে হাসতে সারা। চিঠি জেলার সাহেব, সুপার সাহেব সকলেই পড়লেন। পরের দিন তাকে হাজির করে তার বেল্টটা কেড়ে নেয়া হলো। তার মাতুব্বারি শেষ। এই গল্পটা কোন এক জেলার সাহেব আমাকে বলেছিলেন। জেলে কতগুলো কথা ব্যবহার হয় যা বাইরের লোক সহজে বুঝতে পারবে না। আমি যখন প্রথম জেলে আসি তার পর দিন একজন কয়েদি 'পাহারা এসে আমার ও আমার কয়েকজন সাথীকে বললো আপনাদের 'কেসটাকোল' যেতে হবে। আমরা তো ভেবেই অস্থির। বাবা 'কেসটাকোল' কি জিনিস? কোথায় যেতে হবে? ওখানে 'কেসটাকোল' হয়। আমরা একে অন্যের মুখের দিকে চাই। বললাম চলো, আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো এক জায়গায়। সেখানে জেলসুপার এসে নতুন কয়েদিদের সকল কিছু জেনে টিকিটে লিখে নেয়। কয়েদিরা অন্যায় করলে বিচার হয়। আমরা যখন পৌঁছালাম, তখন সুপার সাহেব বললেন, আপনারা চলে যান আপনাদের রুমে। আপনাদের ওজন নামধাম আপনাদের ওখানে যেয়ে লিখে আনবে। সিপাহি একজন আমাদের পৌছাইয়া দিল।

আমাদের সাথে কয়েকজন ডিভিশন কয়েদি ছিল তার মধ্যে শাহাবুদ্দিনকে আমি জানতাম, বাড়ি সিলেট। সিলেট গণভোটে কাজ করত, মুসলিম লীগের একজন নাম করা কর্মী ছিল। বিখ্যাত কলাবাড়ী খুন মামলায় ২০ বছরের সাজা হয়েছে। শাহাবুদ্দিনের নাম ছিল পি এম শাহাবুদ্দিন। সকলে ঠাট্টা করে বলতো 'পলেটিক্যাল মারদাঙ্গার শাহাবুদ্দিন'। জেলখানায় অনেকের পিছনে সে লাগতো, কারও ভালো দেখতে পারতো না। তবে লেখাপড়া জানতো। কয়েদিদের কাজ করে দিতো বলে কেহ কিছু বলতো না। শাহাবুদ্দিনকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেসটাকোল' কিরে ভাই? ও তো হেসেই অস্থির। আমাকে বলল দেখেনতো, ইংরেজি ডিকশনারিতে আছে নাকি? আমি বললাম জীবনে তো শুনি নাই, থাকতেও পারে। ইংরেজি তো খুব ভালো জানি না। পুরনো ডিভিশন কয়েদিরা সকলেই হাসে। আমি তো আহাম্মক বনে গেলাম, ব্যাপার কি? পরে হাসতে হাসতে বললো কেস ফাইল, কেস টেবিল, 'কেসটাকোল' না। কয়েদিরা একে এই নাম বলে ডাকে। কেস টেবিলে বিচার হয়। কয়েদিরা অন্যায় করলে শাস্তি পায়। কয়েদিদের অনুরোধ, দাবির কথা শুনে। চিঠিপত্র লেখে। নিজেকে আমি আহাম্মক মনে করেছিলাম। কেস টেবিল থেকে 'কেসটাকোল' নতুন একটা ইংরেজি শব্দ কয়েদিরাই জন্ম দিয়েছে। এরকম অনেক শব্দ ও নাম জেলখানায় আছে। সেন্ট্রাল জেলে অনেক রকম ডিপার্টমেন্ট আছে। কয়েদিদের ভাগ করে দেয়া হয়। ■

বঙ্গবন্ধুর স্মরণীয় উক্তি

প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুখ-শান্তি ও স্বপ্ন এবং আশা- আকাংখাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি।

এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারা জীবন মনে রাখব।

দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি জীবন উৎসর্গ করব।

সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না।

আর সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না।

জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সাথে আর কিছুই নিয়ে যাব না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন, মানুষের উপর অত্যাচার করবেন।

মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে।

এই স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।

গরীবের উপর অত্যাচার করলে আল্লাহর কাছে তার জবাব দিতে হবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানএর জীবনী

প্রত্যয় জসীম

ইতিহাসের মহানায়ক তিনি। তাঁর নাম ছিল খোকা। ছোট্ট খোকাই একদিন হলেন এ মাটির সবচেয়ে দীর্ঘাঙ্গী সন্তান। মাটি মানুষের ভেতরেই তাঁর উত্থান। পাখি ডাকা, ছায়া ঢাকা নিভৃত নিঝুম গ্রাম টুঙ্গিপাড়া। শাখা নদী বাইগার। বাইগার নদীর কোল ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে পাটগাতী ইউনিয়ন। গোপালগঞ্জের পাটগাতী ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বাংলার মাটি ও মায়ের কোল ভরিয়ে ১৯২০ সালের ১৭মার্চ মঙ্গলবার, বাংলা ১৩২৭ সালের ২০ চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মা এবং বাবা আদর করে ছেলের নাম রাখলেন খোকা। খোকাই একদিন সময়ের পালাবদলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিতে পরিণত হলেন। হলেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি। বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের জনক।

পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়রা খাতুনের তিনি তৃতীয় সন্তান। পিতা ছিলেন গোপালগঞ্জ মহকুমা দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার এবং স্থানীয় ভূস্বামী। সাত বছর বয়সে তিনি পার্শ্ববর্তী গিমাডাঙ্গা সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরবর্তীতে প্রথমে গোপালগঞ্জ সরকারি পাইলট স্কুলে ও পরে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। খোকার দু'জন গৃহশিক্ষক ছিলেন। একজন শাখাওয়াত উল্ল্যাহ, অন্যজন হামিদ মাস্টার। হামিদ মাস্টার মূলত বিপ্লবী। হামিদ মাস্টারের বিপ্লবী প্রভাব বঙ্গবন্ধুর জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। মাধ্যমিক স্তরে পাড়াশোনার সময় তিনি দূরারোগ্য বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে কলকাতায় তাঁর চোখের অপারেশন হয়। এ সময় কয়েক বছর তাঁর পাড়াশোনা বন্ধ থাকে।

গাঁয়ের ছেলে শেখ মুজিব টুঙ্গিপাড়ার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বাইগার নদী আর হাওর বাওরের মিলনে গড়ে ওঠা বাংলার অবারিত প্রাকৃতিক পরিবেশে শৈশব আর কৈশোরের দুরন্ত সময় অতিবাহিত করেন। গ্রামের হিন্দু এবং মুসলমানের সম্মিলিত সামাজিক জীবনে তিনি দীক্ষা পান অসাম্প্রদায়িকতা। আর পড়শি গরীব মানুষের দুঃখ কষ্ট তাঁকে সারাজীবন সাধারণ দুঃখী মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসায় সিক্ত করে তোলে। এ সময়ে তিনি শিশু এবং কিশোরদের নিজ নেতৃত্বে সংগঠিত করতে গিয়ে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতারও পাঠ নেন। এরই প্রমাণ আমরা পাই ১৯৩৮ সালে গোপালগঞ্জ মহকুমা পরিদর্শনে আসা বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতিতে মুজিবের প্রতিবাদী নেতৃত্বের ভূমিকায়। মিশন স্কুলের ভাঙ্গা ছাদ দিয়ে পানি পড়া বন্ধে নেতাদের দৃষ্টি আর্কষণ করে শেখ মুজিব

গোপালগঞ্জের এই দুঃসাহসী সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক মন্ত্রীবর্গের সান্নিধ্যে গিয়ে খুঁজে পান তাঁর যোগ্য দিক্ষা গুরুর, আর গুরু খুজে পান তাঁর যোগ্যতর শিষ্য। সোহরাওয়ার্দী আর মুজিবের সাক্ষাৎ মুহূর্তটি বাংলার তথা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক অবস্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে।

১৯৪২ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শেখ মুজিব উচ্চ শিক্ষার্থে কলকাতায় গিয়ে বিখ্যাত ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সুখ্যাত বেকার হোস্টেলে আবাসন গ্রহণ করেন। সময়টি ছিল বাংলার ইতিহাসের এক উত্তাল সময়। শেরে বাংলা, নেতাজী সোহরাওয়ার্দী আর আবুল হাশিমের মত বাঘা বাঘা নেতা বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয়। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বজয়ী প্রতিভার আলোক রশ্মিতে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগৎ আলোকিত। দেশপ্রেমে, স্বাজাত্যবোধ আর হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পাশাপাশি কংগ্রেস মুসলিম লীগের বিভেদের রাজনীতিতে ক্ষত-বিক্ষত বাংলার সামাজিক- রাজনৈতিক জীবন। মুজিবের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হয়েছিল এমন বিরাজমান আবহে। উদার গণতান্ত্রিক চেতনার পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক জাতীয় ঐক্যের চেতনায় তাঁর দীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছিল সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিমের সান্নিধ্যে। শেখ মুজিব এ সময়ে ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৬ এর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময়ে শান্তি স্থাপনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা হিসাবে যে অসীমসাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন তা তাঁকে পরবর্তী জীবনে হিংসা বিদ্বেষের বিপরীতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আস্থাবান করে তুলেছিল। যা আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর কালজয়ী নেতৃত্বের মাঝে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তিনি চলে আসেন পূর্ব বাংলায় এবং ঢাকাকে তাঁর কাজের কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেন। দেশ বিভাগের পূর্বে স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বাংলা গঠনের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসেন সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও শরৎ চন্দ্র বসু। স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বাংলা গঠনের দাবি শেখ মুজিবের অন্তরাত্মার এক স্বাধীন বাংলার স্বপ্নকে চিরস্থায়ী করে গেঁথে দেয়। তখন থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন স্বাধীনতার।

দেশ বিভাগের পরপরই পূর্ব বাংলার রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ববাংলা সফরে এসে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু। তার এ ঘোষণা দেশের বিশেষত পূর্ববাংলার জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। শেখ মুজিবসহ ছাত্র নেতারা তীব্র ভাষায় এ ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রত্যাখান করেন এবং বাংলাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপিত হলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১১ মার্চ ১৯৪৮ এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা শেখ মুজিবসহ পূর্ববাংলা গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ছাত্রনেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একই অপরাধে কয়েকজন ছাত্রনেতাকে জরিমানা করে। সকলেই জরিমানা দিয়ে ছাত্রত্ব বজায় রাখলেও শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ অন্যায় আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানান এবং ফলশ্রুতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করে। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদী শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অন্যায় আদেশ কখনো মেনে নিতে পারেননি।

পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের রাজনীতির কালে ১২ বছরই তিনি কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। দু'বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। আঠার বার কারাবরণ করেছেন। সমগ্র জীবন তিনি চব্বিশটি মামলার মোকাবেলা করেন। ১৯৪৯ সালে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে সরাসরি গণরাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। যদিও পূর্ব থেকেই তিনি রাজনীতির বৃহত্তর অঙ্গণে পদচারণা করছিলেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার সর্দার ইয়ার মোহাম্মদের ওয়ারীর রোজ গার্ডেনে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার প্রধান বিরোধী দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হলে তাঁকে কমিটির প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্ধারণ করা হয়। তিনি তখন করাগারে ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছে। বায়ান্নর ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব কারাগারে থেকেও আন্দোলনের নেতাদের সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন। কারান্তরালে থেকেও আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার এ কাজকে সরকার সুনজরে দেখেনি। মুজিব কে ঢাকা কারাগার থেকে ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তর করে দেয়া হয়। সেখানে থেকেও তিনি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। বাইরের আন্দোলনের সাথে যোগসূত্র রেখে কারাগারে তিনি অনশন ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। শেখ মুজিব ও অন্যান্য তরুণ নেতাদের দৌড়ঝাপের ফলে বাংলার তিন প্রধান রাজনীতিকের, হক, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দীর ঐক্যে গড়ে ওঠে "যুক্তফ্রন্ট" নামের রাজনৈতিক প্ল্যাটফরমের মাধ্যেমে। যুক্তফ্রন্টের প্রধান সংগঠক ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। তিন নেতার অসাধারণ বাগ্মিতা আর মুজিবের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সংগঠনের কর্মকান্ডে পূর্ববাংলা মুসলিম লীগের। রাজনীতি ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব গণরায় প্রদান করে যুক্তফ্রন্টকে। ভরাডুবি হয় মুসলিম লীগের। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে আইন পরিষদের তরুণতম সদস্য শেখ মুজিবুর

রহমান শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সংবিধান পরিষদেরও সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে দলকে সুসংগঠিত করতে, মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে এবং দলের জনসম্পৃক্তা বাড়াতে তিনি মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক পদে কাজ করার দায়িত্ব বেছে নেন।

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন পাকিস্তানের রাজনীতিকে আপাদমস্তক পরিবর্তন করে দেয়। আইয়ুব খানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের পথ খুলে দেয় সামরিক শাসন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বহু রাজনীতিবিদকে EBDO (Electoral Body Disqualification Order) দ্বারা রাজনীতি থেকে বিদায় করার উদ্যোগ নেয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের নামে দুর্নীতির মামলা সাজিয়ে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়, যা থেকে তিনি হাইকোর্টে মামলা করে খালাস পান। বিরাজনীতিকরণের এই ডামাডোলে স্বৈরাচারী সামরিক একনায়ক আইয়ুব খান ১৯৬২ সানে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি ঘোষণার পাশাপাশি তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রভিত্তিক একটি সংবিধান প্রণয়ন করে তাঁর দুঃশাসনকে পাকাপোক্ত করার অপপ্রয়াস গ্রহণ করেন। এ্যাবডো এর বাধা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাংগঠনিক কার্যক্রম অব্যাহত রখেন। বিশেষত ছাত্রলীগের মাধ্যমে এই কার্যক্রমকে আরও জোরদার করা হয়। এই সময়ের ঘটনাবলীর মধ্যে শিক্ষা কমিশন বাতিলের দাবীতে ছাত্র আন্দোলন, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুক্তির দাবীতে আন্দোলন, ৯ নেতার বিবৃতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৬২ সালের তথাকথিত মৌলিক গণতান্ত্রিক সংবিধানের আলোকে প্রথম জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। ১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইতিমধ্যে মার্শাল ল' তুলে নেয়া হলেও আইয়ুবের স্বৈরাতান্ত্রিক শাসন অব্যাহত থাকে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চিকিৎসা শেষে জুরিখ থেকে , ফেরার পথে বৈরুতের একটি হোটেলে মৃত্যুবরণ করেন। শেখ মুজিবের 'লিডার' এর মৃত্যুতে তাঁর ওপর সমগ্র দেশের গণতান্ত্রীক আন্দোলনের ভার এসে বর্তায়। সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুর পর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের পুনর্গঠন করেন। আর সারা দেশের তরুণ, ত্যাগী এবং সাহসী আওয়ামী লীগ নেতারা মুজিবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ও সমবেত হতে থাকেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় সকল বিরোধী দল মিলে 'কপ' (Combined opposition parties) গঠন করে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ সাহেবের বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদপার্থী ঘোষণা করা হয়। এই নির্বাচনের সুযোগে শেখ মুজিব সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত থেকে একটি মজবুত দল গড়তে গণভিত্তি দিতেও সক্ষম হন। আইয়ুবের সামরিক একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ধূমায়িত গণ অসন্তোষ যে কোনও সময়ে গণবিস্ফোরণে রূপ নিতে পারে, এ আশঙ্কায় জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে নিতে আইয়ুব খান হঠাৎ করে ভারতীয় কাশ্মীরে মুজাহিদ বাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সূচনা করেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে ১৯৬৫ এর পাক-ভারত যুদ্ধ নামে পরিচিতি লাভ করে। এই যুদ্ধে পাকিস্তান শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছিল তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের মধ্যস্থতায় উজবেক রাজধানী তাশখন্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়ে। আইয়ুবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এ চুক্তি মানতে পারেন নি। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলার জনগণের পক্ষে থেকে তাশখন্দ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন। ১৯৬৬ সালের পাঁচ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের রাজধানী লাহোরে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য সম্মিলিত বিরোধী দলের বৈঠক বসলে শেখ মুজিবুর রহমান উক্ত বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তান জনগণের পক্ষ থেকে ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এটি ছয় দফা কর্মসূচী নামে খ্যাতি অর্জন করে এবং পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির সনদ রুপে জনগণের ব্যাপক সর্মথন লাভ করে। লাহোর বৈঠকে উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষক বিরোধীদলসমূহের সর্মথন লাভে ব্যর্থ হয় এবং আইয়ুবের একনায়কতান্ত্রিক সরকার ছয় দফা মোকাবেলা করতে প্রয়োজনে কঠোর হবার হুমকি প্রদান করে।

পূর্ববাংলার জনগণের মাঝে অতি দ্রুত ছয় দফা কর্মসূচী জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর জন্য তা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ছয় দফার মোকাবেলায় 'অস্ত্রের ভাষা' প্রয়োগের হুমকির পাশাপাশি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে শাসকগোষ্ঠী। পাকিস্তানের নবাবজাদা নাসরুল্লাহ্ খানের নেতৃত্বে এবং পূর্ব পাকিস্তানের আব্দুস সালাম খান প্রমুখের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে ৮ দফাপন্থী আওয়ামী লীগ গঠন করা হয়। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক করা হন। জাতীয় পরিষদের সদস্য এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের আওয়মী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে ব্রত হন তাজউদ্দীন আহমদ নতুন নেতৃত্বের তুলনামূলক তারুণ্য ও উদ্দীপনা ছয় দফার আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে আসে। ছয় দফা হয়ে ওঠে বাঙালির বাঁচা-মরার দাবী । সাত জুন ১৯৬৬ সালে বন্দী মুক্তি দিবস উপলক্ষ্যে সারাদেশে হরতাল আহবান করা হলে তা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। আইয়ুব-মোনেম চক্র কঠোর পন্থায় এই হরতাল মোকাবেলা করতে চাইলে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক নেতা মনু মিঞাসহ কয়েক জন নিরীহ ব্যক্তিও পুলিশের গুলিতে শাহাদতবরণ করেন। পুলিশী দমন পীড়নের পাশাপাশি চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রও অব্যাহত থাকে। কিন্তু কোন প্রকার নির্যাতন-নিপীড়নই শেখ মুজিব ও তাঁর

তারুণ্যদীপ্ত সহকর্মীদেরকে তাঁদের লক্ষ্য থেকে পথচ্যুত করতে পারেনি। হতাশ শাসক গোষ্ঠী অবশেষে শুধু রাজনৈতিক নয়, শারীরিকভাবেও শেখ মুজিবুকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ভাঙ্গার খোঁড়া অজুহাত এনে তাঁকে প্রধান আসামী করে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সনের ১৮ জানুয়ারি 'আগারতলা ষড়যন্ত্র' নাম দিয়ে একটি ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের কর। শুধু তাই নয়, মামলার বিচারের জন্য বিচারপতি এস এ রহমান, বিচারপতি মুজিবুর রহমান খান ও বিচারপতি মাকসুমুর হাকিমকে নিয়ে ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল একটি বিশেষ আদালত বা স্পেশাল ট্রাইবুন্যালও গঠন করা হয়।

আগারতলা ষড়যন্ত্র মামলা সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সেই সাতে শেখ মুজিবের রাজনীতিও এমন এক মাত্রা লাভ করে যা তাঁকে রাজনীতির শীর্ষস্থানে নিয়ে যায়। বাংলার জনগণ শেখ মুজিবকে অবৈধ আইন প্রক্রিয়ায় দমনের এ আয়োজনকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা ১১ দফার আন্দোলন যাতে ৬ দফা কর্মসূচী হুবহু অন্তর্ভুক্ত ছিল। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর আকস্মিক অংশগ্রহণে আগরতরা ষড়যন্ত মামলা এবং শেখ মুজিবসহ রাজবন্দীদের মুক্তির আন্দোলনে রূপ পায়। এক পর্যায়ে পুলিশী নির্যাতনের মুখে আন্দোলনটি গণ আন্দোলনে রূপ নায়। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান রাজনৈতিক সমঝোতার লক্ষ্যে পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিন্ডিতে একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করেন। উক্ত বৈঠকে শেখ মুজিবকেও অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রন জানানো হয়।

আইয়ুব খানের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, প্যারোলে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে। দলের ভেতর অনেকেই এই প্রস্তাব সমর্থন করলেও বেগম মুজিব ও শেখ মুজিবের তরুণ অনুসারীগণ ঘৃণাভরে প্যারলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বেগম মুজিব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে মুক্ত স্বাধীন শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিতে পারেন, আসামি মুজিব নয়। শেখ মুজিব বেগম মুজিবের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আসামি হিসাবে গোলটেবিল বৈঠকে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এদিক ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সনে সেনাবাহিনী এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আগরতলা মামলার আসামিদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বন্দীদের ওপর গুলি চালালে মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক শাহাদতবরণ করেন, বেশ কয়েকজন আহত হন। ভাগ্যক্রমে শেখ মুজিব ও অন্যরা বেঁচে যান। সার্জেন্ট জহুরের শাহাদাত গণ-অভ্যুত্থানকে তুঙ্গে নিয়ে যায় এবং শেখ মুজিব মুক্ত মানুষ হিসাবে গোলটেবিলে অংশ নেয়ার দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় আইয়ুবের সরকার। রাওয়ালপিন্ডিতে যাওয়ার আগে শেখ মুজিবকে রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে লক্ষ জনতার সমাবেশে গণ সংবর্ধনা দেয়া হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সনে। ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে ডাকসুর তদানীন্তন সহ-সভাপতি ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহব্বায়ক তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিয়ে বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলায় ছয় দফা ও ১১ দফার আলোকে সমস্যা সমাধাণ করার আহ্বান জানান। আইয়ুব খানের ডাকা গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়। সঙ্কটময় পরিস্থিতি সামাল দেয়ার নামে যথারীতি গণতন্ত্রের পথে না গিয়ে শাসকগোষ্ঠী সামরিক সমাধাণের লক্ষ্যে সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে এবং সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিকচক্রের প্রধান হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন ২৫ মার্চ ১৯৬৯। সামরিক শাসন জারি করলেও গণ-অভূত্থানের শক্তিকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা শাসকগোষ্ঠীর ছিল না। তাই তারা পরিস্থিতি সামাল দিতে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের কর্মসূচী ঘোষণা করে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এক বেতার টিভি ভাষণে ১৯৭০ সালের ২৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। তাঁর ঘোষণায় তিনি এক ইউনিট ভেঙ্গে দেন, এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি ঘোষণা করেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন কায়েমসহ বেশকিছু মৌলিক নীতির কথা তুলে ধরেন। তাঁর ঘোষণায় সংসদীয় ও ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়। নানা ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্ববাংলার আওয়ামী লীগ ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে। নির্বাচনের বেশ কিছুদিন আগে পূর্ববাংলায় দক্ষিণাঞ্চলে ১২ নভেম্বর ১৯৭০ স্মরণকালের এক বিপর্যয়কর ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দশ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। বঙ্গবন্ধু দুর্গত এলাকায় দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা ও পুনর্বসনের কাজ চালান। একই সাথে তিনি নির্বাচনের তারিখ অপরিবর্তিত রেখে দুর্গত এলাকায় আসনগুলিতে ১৯৭১ এর ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন আয়োজনের দাবি করেন। এ সময় দুর্গত মানুষের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা ও উপেক্ষায় ক্ষুদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন শাহাবাগ হোটেলের এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন ঘোষণা করেন "ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে নিহত ১০ লক্ষ লোকের মতো আরো ১০ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়ে হলেও আমরা স্বাধীন জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকার আদায় করে নেব"।

বাংলার মানুষের স্বাধিকার তথা স্বাধীনতার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মপ্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে ১৯৭০ এর নির্বাচনে বাংলার মানুষের পক্ষে কথা বলার একক রায় ও আইনি অধিকার লাভ করেন। ইতিমধ্যে ১৯৬৯ এর ৫ ফেব্রুয়ারি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করতে গিয়ে এক ভাষণে পূর্ব বাংলার পরিচিতি বাংলাদেশ হবে মর্মে ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু। নির্বাচন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ দ্রুত একটি পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র চলতে থাকে যাতে বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় বসতে না পারেন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার না হয়। ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান

প্রণয়ন করতে সামরিক বাহিনী ও শাসকগোষ্ঠী বেসামরিক মুখপাত্র জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রকাশ্য বিরোধিতার ফলে পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ কাঠামো ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁর লক্ষ্য স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নীতি কৌশল গ্রহণ করতে থাকেন। ৭ মার্চ ১৯৭১ এ তিনি রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায়র ঘোষণা করেন: "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"। "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল"। "তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। "এখানেই শেষ নয়, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে শেষ আলোচনায় তিনি সংকট সমাধানে পাকিস্তানের জন্য দুই সংবিধান, দু'টি স্বাধীন দেশের সমন্বয়ে একটি কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। এর আগে ২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সমর্থন নিয়ে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় মানচিত্র খচিত বাংলাদেশ পতাকা উত্তোলন করে। ২৩ মার্চ তথাকথিত পাকিস্তান দিবসে সমগ্র দেশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশকে চির পদানত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতাকামী বাঙালির ওপর রাতের আঁধারে ঝাপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানের এই আক্রমণের মোকাবেলায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন ২৫ মার্চ মধ্যরাতে। শুরু হয় আমাদের মুক্তিসংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়-সশস্ত্র যুদ্ধ। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর বেতার টিভি ভাষণে ঘোষণা করছিলেন- Mujib is traitor to the nation, this time he will not go unpunished, অর্থাৎ মুজিব একজন বিশ্বাসঘাতক। এবার তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে।

সমগ্র বাংলাদেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম। এই সংগ্রামকে সুসংবদ্ধ করতে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয় গণপরিষদ, গণপরিষদের এক সভায় ১০ এপ্রিল 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' গ্রহণ করা হয়। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করার হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এস মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে সুর্দীঘ ৯ মাস বঙ্গবন্ধুর নামেই চলে আমাদের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ আমরা পূর্ণ বিজয় লাভ করি। ৯৫ হাজার সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তানি সেনা ও সহযোগী বাহিনীসমূহ ভারত বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ থেকে চিরতরে পাকিস্তানি দখলদারিত্বের অবসান হয় কিন্তু স্বাধীনতার আনন্দ পুর্ণ হয় ১০ জানয়ারি ১৯৭২ সালে। এই দিন পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ করে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। দীর্ঘ ৯ মাসের নির্জন কারাবাসে বঙ্গবন্ধু সাহস হারাননি। বিশ্বাস হারাননি তাঁর প্রিয় জনগণের ওপর থেকে।

১২ জানুয়ারি ১৯৭২ তিনি দেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গঠন ও পূর্ণগঠনের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন বঙ্গবন্ধু। অতিদ্রুত ও স্বল্পতম সময়ে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭২ সনের ১৬ ডিসেম্বর থেকে সংবিধান কার্যকর করা হয়। ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জন্য জাতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। তিনি বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ বিমান নাম দিয়ে জাতীয় এয়ার লাইন্স প্রতিষ্ঠা করেন। বিধ্বস্ত সড়ক ও রেলপথ, রেলসেতু ও সড়ক সেতু পূর্ণনির্মাণ করেন। জাতিসংঘ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, কমনওয়েলথ, জোট নিরেপেক্ষ আন্দোলন প্রভৃতি আর্ন্তজাতিক সংস্থার সদস্য হয় বাংলাদেশ এই সময়ে। ১৯৭২ সনে বিশ্বশান্তি পরিষদ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে "জুলিও কুরি" শান্তি পদকে ভূষিত করে। ১৯৭৪ সনে ২৪ সেপ্টেম্বর জাতির জনক বঙ্গবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করে বাংলাকে বিশ্বমানের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন।

সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এবং পাকিস্তানের সমর্থনপুষ্ট দেশীয় দালালেরা বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। নানাভাবে বঙ্গবন্ধুর সাফল্যকে নস্যাৎ করার অপতৎপরতা শুরু করে। সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা তুঙ্গে ওঠে। আর্ন্তজাতিক অর্থনৈতিক মন্দার সুযোগে জনগণের বৃহত্তর কল্যাণকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সনের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ 'বাকশাল' নামে বহুমাত্রিক রাজনীতির একটি একক রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক কায়েমী স্বার্থের এজেন্টরা রাতের অন্ধকারে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করে। ভাগ্যক্রমে দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশ থাকার ফলে বেঁচে যায়। বঙ্গবন্ধু মন্ত্রীসভার কুলাঙ্গার সদস্য খোন্দকার মোশতাক, তাহের ঠাকুর, ওবায়েদুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম প্রমুখ রাজনীতিকসহ সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দলছুট অংশ এই হত্যাকান্ডের নীল নকশা প্রস্তুত করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতবরণের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির একটি আলোকিত অধ্যায়ের অবসান হলেও তাঁর আদর্শের মৃত্যু হয়নি। স্বৈরতন্ত্র, সামরিক স্বৈরশাসন একনায়কতন্ত্র-বিরোধী বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের মাঝে তাঁর আদর্শ অবিনাশী হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুর কাছে মৃত্যুই পরাভূত আজ। মৃত্যুতেই তাঁর পূণর্জন্ম। ট্র্যাজিক মৃত্যুই তাঁকে ইতিহাসের মহানায়কে পরিণত করেছে। তিনি বাঙালি জাতির অবিনাশী চেতনার প্রতীক। তিনি আমাদের জাতির পিতা আজ। তিনি বেঁচে থাকবেন প্রতিটি বাঙালির স্বপ্নে আশায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হয়ে। বেঁচে থাকবেন আমাদের জাতি রাষ্ট্রের জনক হয়ে হাজার বছর ধরে। ■

পরমাণু বিদ্যুৎ ঃ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

ড. মো. শফিকুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্য আয়ের দেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও ঘরে ঘরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ অর্জন করতে হলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সংকট মোকাবেলায় সর্ব্বোচ গুরুত্ব দিয়ে মাথা পিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৬৪ কিলোওয়াট-ঘন্টা থেকে প্রায় ১,০০০ কিলোওয়াট-ঘন্টা করতে হবে। বর্তমানে চাহিদার সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘাটতি সময়ভেদে ২৫-৩০ শতাংশ। এ ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে যদি না বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিরাজমান সমস্যা সমাধান করা না যায়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ঘাটতি রেখে দেশের কাংখিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু সীমিত জ্বালানি সম্পদ ও ষোল কোটি জনবহুল দেশে চাহিদার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। জ্বালানির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বহুমুখীকরণ পদক্ষেপ হিসেবে আমদানিকৃত কয়লা, তরল প্রাকৃতিক গ্যাস, পরমাণু শক্তি ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। অপর দিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ব্যবহার শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘাটতি মোকাবেলায় নিরন্তর চেষ্ঠা করছে সরকার। বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬ অনুযায়ী সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা তথা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সুষম জ্বালানি নীতি অনুসরণ করছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বর্তমানে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত গ্যাস ও তেলের ব্যবহার কমিয়ে কয়লার ব্যবহার বাড়ানো, আমদানিকৃত তরল প্রাকৃতিক গ্যাস ও পারমাণবিক জ্বালানির ব্যবহার সংযোজনকরণ এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার শক্তিশালীকরণই হচ্ছে বিদ্যমান পিএসএমপি ২০১৬ এর মূল নীতি।

পিএসএমপি ২০১৬ এর প্রাক্কলন অনুযায়ী গ্যাসের বর্তমান নির্ভরতা ৬২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ৪২ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশে আনা, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ২৯ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশে উন্নীত করা, উচ্চ মূল্যের কারণে আমদানি নির্ভর তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ১৩ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং পারমাণবিক জ্বালানি থেকে ২০২১ ও ২০৩০ সালের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ সরবরাহ করা। নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ২০১৫ সালের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ এবং ২০২১ সালের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগে উন্নীত করা। আমদানিকৃত বিদ্যুৎ বর্তমান শতকরা ৫ ভাগ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে শতকরা ৭.৫০ যোগান দেওয়া। কিন্তু নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হলে, তরল প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা আমদানির করতে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য যে বিনিয়োগ ও সময়ের প্রয়োজন ২০২১ সালের মধ্যে লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়। পারমাণবিক জ্বালানি থেকে ২০২১ সালের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন কোন ক্রমেই সম্ভব হচ্ছে না। তবে এ বিষয়ে একটু পড়েই এর প্রয়োজনীয়তা, চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতা নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

অপর দিকে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচনাধীন নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ২০১৫ সালে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন মতার শতকরা ৫ ভাগ (প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট) পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবে সম্ভব হয়েছে ৪৫ লক্ষ বাড়িতে সোলার হোম সিস্টেম, সোলার রুফটপ, মিনিগ্রিড, সোলার সেচ পাম্প ও বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র মিলে মোট ২৮৮ মেগাওয়াট যা শতকরা ১.৫ ভাগ দাঁড়ায়। ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে দেশের সম্ভাব্য মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ১০ ভাগ কীভাবে করা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়।

অন্যদিকে ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বিনিয়োগের ওপর জোর দিয়েছে সরকার। আবার গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উৎকর্ষতা সাধন, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল এবং টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নামক দুটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে দক্ষতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও সাশ্রয়ীমূল্যে গ্রাহকদেরকে মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কিছু কিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে আলাদা আলাদা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ কোম্পানী তৈরি করছে সরকার। আবার নতুন করে অঞ্চল ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ কোম্পানী এবং এ সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা ও বিধিবিধানও তৈরি করছে সরকার। এ পর্যন্ত পারমাণবিক দুইটিসহ সরকারী-বেসরকারি মিলে মোট ৫৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন, ২২টি টেন্ডারিং পর্যায়ে এবং ২২টি পরিকল্পনাধীন রয়েছে। এখন স্থাপিত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ক্যাপটিভ, নবায়যোগ্য ও আমদানিসহ প্রায় ২০,০০০ মেগাওয়াট। বছরে যদি গড়ে একটি ১,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা যায় তা হলে ৩ বছরে মোট স্থাপন করা সম্ভব হবে ৩,০০০ মেগাওয়াট। ২০২১ সালের মধ্যে

বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত ক্ষমতা ২৪,০০০ মেগাওয়াট হলেও প্রাথমিক জ্বালানির অভাব তথা বহুবিধ কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশাল ঘাটতি থেকে যাবে। বর্তমানে জ্বালানি সংকট, সিস্টেম লস, গ্রীড লাইনের অপ্রতুল্যতা ও প্রয়োজনীয় অর্থ সংকুলানের অভাবে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে প্রায় ১১,৩৮৭ মেগাওয়াট। তাহলে চাহিদার নিরিখে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাচ্ছে না। চাহিদার তুলনায় সরবরাহের ঘাটতি যদি প্রতিদিন বাড়তে থাকে তাহলে ঘরে ঘরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া কিংবা মধ্য আয়ের/উন্নত দেশে পৌঁছানো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে সরকার।

কাজেই দেশীয় কয়লা উত্তোলনের অনিশ্চয়তা, ফি বছর বিপুল পরিমানের কয়লা ও তরল প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অনিশ্চয়তা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের হাতছানি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বড় কোন উৎস ছাড়া দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট দূর করা সহজ হবে না। এমতাবস্থায় সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন করতে অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে বিদ্যুতের বিশাল চাহিদার কথা বিবেচনা করে সরকার পরমাণু শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের আলোকে সরকার ২০০৯ সালে রাশিয়ার সহযোগিতায় স্বপ্নের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বর্তমানে ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ভিভিইআর-১২০০ রিত্র্যাক্টর স্থাপনের জন্য নির্মাণ কাজ চলছে। বর্তমান প্রকল্প অনুযায়ী প্রথম রিত্র্যাক্টর আগামি ২০২৩ সালে চালু হবে এবং অপরটি চালু হবে পরের বছর। তাহলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ২০২৩ সালের আগে সম্ভব হচ্ছে না যদি সব কিছু ঠিক-ঠাক থাকে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল প্রায় ১৫ বছর নিদেন পক্ষে লাগবে দুটি পরমাণু রিত্র্যাক্টর চালু করতে। নবাগত কোন দেশ পরমাণু বিদ্যুতে পর্দাপণ করতে হলে সাধারণত ১০-১৫ বছর সময় লাগে। বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিপাকি চুক্তি সম্পাদন, জনবল তৈরি, সাইট সমীক্ষা, পরিবেশের প্রতি পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, প্রযুক্তি নির্বাচন, সাইট লাইসেন্স প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে এ দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হয়।

থ্রি মাইল আইল্যান্ড (১৯৭৯), চেরনোবিল (১৯৮৬) ও ফুকুশিমার (২০১১) পারমাণবিক দুর্ঘটনা থেকে সকলে একমত পোষন করবে যে পরমাণু বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল একটি জটিল, স্পর্শকাতর ও পেশাদারীত্বের বিষয়। এ ধরনের প্রযুক্তি রপ্ত করা সময় সাক্ষেপ ব্যাপার। অপর দিকে পরমাণু প্রকৌশলবিদ্যা মানব কল্যাণে শান্তিপূর্ণ বিষয়ে প্রয়োগ করতে আন্তর্জাতিক বিধিবিধান অনুসরণ করতে হয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র একটি বহুশাস্ত্রীয় ও উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন বিধায় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনায় দক্ষ ও পেশাদার জনবলের প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরমাণু শক্তি, পরমাণু চুল্লি, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পরমাণু বোমা এই এ বিষয়গুলোর সংগে সম্পৃক্ত বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী ও শিক্ষার্থী ছাড়া অন্য পেশা এবং শ্রেণির মানুষের মধ্যে তেমন ধারণা নেই। আবার বিভিন্ন শ্রেণি পেশা মানুষের মাঝে নেতিবাচক ধারণাও আছে বটে। এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখে পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরি করতে এবং স্বপ্নের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সফলভাবে বাস্তবায়ন তথা দেশের অন্যান্য স্থানে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় এনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১২ সালে দেশে প্রথমবারের মতো নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রথমে মাস্টার্স এবং পরের বছর অনার্স কোর্স চালু করে। সীমিত অবকাঠামো ও শিক্ষক নিয়ে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু করলেও এখন ১০ জন স্থায়ী, ১৩ জন খন্ডকালীন শিক্ষক ও ১৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে চলছে বিভাগটি। প্রতি বছর বিজ্ঞান শাখায় ('ক' ইউনিট) প্রায় এক লক্ষ ভাল ফলাফলধারী শিক্ষার্থী অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ ১৮০০ জনের মধ্যে মাত্র ২৫ জন শিক্ষার্থী এ বিভাগে ভর্তির সুযোগ পায়। আমি দেখেছি, মেধাতালিকায় ১ম সারির বহু শিক্ষার্থী জনপ্রিয় বিষয় ছেড়ে দিয়ে কিংবা বুয়েটে না পড়ে এটমের ভিতরের রহস্য জানার জন্য নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর ২০১৪ সালে এমআইএসটিতে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ চালু হয়। সর্বশেষ ২০১৬ সালে বুয়েটে নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। যদিও ইনস্টিটিউটটিতে এখনও শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়নি।

আমি নিজে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টির শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকায় লক্ষ্য করছি এ বিষয়টিতে উচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। পরমাণু শক্তি কমিশনেও এ বিষয়ে যথেষ্ট জনবলের অভাব রয়েছে। রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারী কোম্পানী। একটি ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা করতে প্রয়োজন ৫০০-৬০০জন পেশাজীবী প্রকৌশলী এবং দুটির জন্য প্রয়োজন ১০০০-১২০০জন। পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন আরও ২০০-২৫০ জন। এ জনবল রাতারাতি তৈরি করা সম্ভব নয়। যে পরিমান জনবল তৈরি হচ্ছে তাদেরকে কাজে লাগাতে প্রয়োজন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃঢ় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ। জনবল তৈরি করা প্রতিষ্ঠান সমূহকে মান সম্মত জনবল তৈরি করার জন্য সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত নিত্য-নতুন ধ্যান-ধারণা দিয়ে সাধারণ জনগনকে সচেতনতা করে তোলা। তা না হলে সঠিক ধারণা ও জনবলের অভাবে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত দূরহ হয়ে পড়বে। চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে পরমাণু শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের গৃহীত সকল পদক্ষেপ।

অপর দিকে পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে। নির্মিত হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি, অধিক নিরাপত্তা বিশিষ্ট নতুন জেনারেশন টাইপ পরমাণু চুল্লি। বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতে এমন ধরনের পরমাণু চুল্লি নির্মাণ করতে যাচ্ছে, যা দীর্ঘ অর্ধায়ু বিশিষ্ট কোন প্রকার পারমাণবিক বর্জ্য তৈরি করবে না, দৈব-দুর্ঘটনা ঘটলেও তেজস্ক্রিয়তার ঝুঁকি থাকবে না। ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি দ্রব্য থেকে তৈরি হচ্ছে নতুন ধরনের জ্বালানি দ্রব্য যা পুনঃব্যবহার করা যাচ্ছে। পরমাণু শক্তির গবেষণাতে রয়েছে সম্ভাবনাময় জ্বালানি সংকট সমাধানের নব দিগন্তের উন্মোচন। ১৯৩৯ সালের যুগান্তকারী নিউক্লিয়ার ফিশান বিক্রিয়া এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ভরের সমতুল্য শক্তির তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে পরমাণু বোমা তৈরি কিংবা বিদ্যুৎ উৎপাদন রাতারাতি শুরু হয়নি। নিয়ন্ত্রিত ফিশান চেইন বিক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে আজ আমরা পাচ্ছি দীর্ঘকাল ব্যবহারযোগ্য পরমাণু বিদ্যুৎ, যা কার্বন নিঃসরণ করে না-যা বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাখছে অসামান্য অবদান, এমনকি জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসে রাখছে অগ্রণী ভূমিকা। কিন্তু দেশে চার দশকের রেডিওআইসোটোপের চিকিৎসা, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে সফল ব্যবহার এবং পরমাণু গবেষণা চুল্লির চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ৩২ বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তথা দেশে-বিদেশে আকর্ষণীয় চাকুরী, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার কথা বর্তমান প্রজন্ম জানতে পারলে বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে পড়াশুনা তথা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠবে, যা দেশের প্রেক্ষাপটে পরমাণু বিজ্ঞান, গবেষণা ও পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। শিক্ষার্থীরা নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে সঠিক জ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ হবে। পরমাণু বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশলমনস্ক একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠতে সহায়ক হবে। পরমাণু প্রযুক্তির মাধ্যমে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ, টেকসই কৃষি, আধুনিক পরমাণু চিকিৎসা সেবা, পরিবেশ সুরক্ষা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, হাইড্রোজেন জ্বালানি উৎপাদন বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা করা আজ সময়ের দাবী। এ ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকলেও সরকারের সঠিক দৃষ্টি ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে সম্ভাবনাময় পরমাণু প্রযুক্তি অধিকতর ব্যবহার ও টেকসই উন্নয়নে তরুণ মেধাবীরা এগিয়ে আসতে কখনও পিছপা হবে না। ■

বিজ্ঞানঃ যমজ পৃথিবীর সন্ধানে

ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন

ভেবে দেখুন, আমরা সূর্যের যে দিকে আছি, তার ঠিক উল্টো দিকে রয়েছে আমাদের পৃথিবীর মতো আরেকটি গ্রহ। বায়ুমন্ডল, সমুদ্র পরিবেষ্টিত এই গ্রহে বসবাস করছে আমাদের মতোই মনুষ্য প্রজাতি। আমাদের মতো তারাও প্রতিদিন দেখছেন সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, চাঁদ আর তারকারাজি। পৃথিবীর মতো সূর্য থেকে একই দুরত্বে থাকলেও, সূর্যের ঠিক উল্টোদিকে থাকায় এই গ্রহটিকে কখনোই আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়না। যেমন আমাদের দেখা হয়না চাঁদের একটা পিঠ। অবিকল পৃথিবীর মতো হওয়ায়, এই ধরণের গ্রহকে বলা হয় "যমজ পৃথিবী"।

যমজ পৃথিবী নিয়ে মানুষের উৎসুক্যের সীমা নেই। আধুনিক দুরবিক্ষণ যন্ত্র নিয়ে যেমন বিজ্ঞানীরা চষে বেড়াচ্ছেন মহাকাশ, চালিয়ে যাচ্ছেন গবেষণা; ঠিক তেমনি, যমজ পৃথিবীর ধারণা নিয়ে রচিত হচ্ছে কল্প-বিজ্ঞান উপন্যাস, কার্টুন, টেলিভিশন সিরিজ ও হলিউড চলচ্চিত্র। বাংলাদেশে কল্প-বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার পথিকৃত আনোয়ার হোসেনের গল্পেও যমজ পৃথিবীর কথা রয়েছে।

সৌরজগতের বাইরে মানুষের বসবাসের উপযোগী পরিবেশসমৃদ্ধ গ্রহের খোঁজে বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছেন। ২০০৯ সালে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা (নাসা) কেপলার নামের একটি টেলিস্কোপ মহাশূন্যে উৎক্ষেপন করে। আমাদের ছায়াপথ "মিল্কি ওয়ে" তে প্রাণ থাকার উপযোগী পৃথিবীর মতো কোন গ্রহ আছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য এই টেলিস্কোপ, ছায়াপথের বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্র নিরীক্ষা করতে থাকে। দীর্ঘ দুই বছর ধরে প্রায় দেড় লক্ষ নক্ষত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর, আবশেষে ২০১১ সালে সাফল্য মেলে। কেপলার টেলিস্কোপ মহাশূন্যে একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার করে।

জোর্তিবিজ্ঞানী কেপলারের আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিয়ে এই গ্রহের নাম দেয়া হয়েছে কেপলার-২২বি (Kapler-22B)। এটি পৃথিবী থেকে ৬০০ আলোক বর্ষ দূরে সূর্যের মতোই একটি নক্ষত্রের চারিদিক নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে চলেছে। আলোর গতিতে (সেকেন্ড প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার) এক বছর ছুটে চলার পর যে দুরত্ব অতিক্রম যাবে তা হচ্ছে এক আলোকবর্ষ! তার মানে, ১ আলোক বর্ষ ১.৫ ট্রিলিয়ন মাইলের সমতুল্য।

কেপলার টেলিস্কোপ এক হাজারেরও বেশী গ্রহের সন্ধান দিলেও পৃথিবীর বিভিন্ন বৈশিষ্টের সাথে মিল থাকায়, কেপলার-২২বি সম্পর্কে আরো জানার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন বিজ্ঞানীরা। যেমন আমাদের সৌরজগতে পৃথিবীর অবস্থান সূর্য থেকে যে দূরত্বে, কেপলার-২২বি গ্রহটি তার সূর্য থেকে অনেকটা সে রকম দূরত্বেই রয়েছে। আর সেই নক্ষত্রকে পুরো এক পাক ঘুরতে গ্রহটির সময় লাগে ২৯০ দিন। অন্যদিকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগছে ৩৬৫ দিন।

এই গ্রহটির বাইরের পৃষ্ঠের আনুমানিক তাপমাত্রা হল ২২ ডিগ্রী সেলসিয়াস। যা পৃথিবীর তাপমাত্রার কাছাকাছি। আয়তনে গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে ২.৪ গুণ বড়। পৃথিবীর সাথে এতোটা মিল থাকায় বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, কেপলার-২২বি গ্রহে শুধু পানি বা বায়ুমন্ডলই নয়, সেই সাথে প্রাণের বিকাশেরও প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এই আবিষ্কারে উদ্দীপ্ত হয়ে অনেক বিজ্ঞানী এটিকে পৃথিবীর যমজ গ্রহ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে এই গ্রহটি কঠিন, গ্যাসিয় না তরল, সে নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত হতে পারেন নি। এছাড়া মনুষ্য বসবাসের জন্য এই গ্রহে সাগর, মাছ, বিভিন্ন ধরনের পশু, পাখি এবং গাছপালা আছে কিনা সেই ব্যাপারে বিশদ জানা এখনো বাকী।

কেপলার-২২বি গ্রহের পাশাপাশি জীবনধারণের উপযোগী আরো দু'টি গ্রহের ব্যাপারে বিজ্ঞানীর খুঁটিনাটি জানার চেষ্টা করছেন। প্রথম গ্রহটির নাম কেপলার-৪৩৮বি আর দ্বিতীয় গ্রহটি হচ্ছে কেপলার-৪৩২বি।

কেপলার-৪৩৮বি পৃথিবী থেকে ৪৭০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এবং নিজের নক্ষত্রকে প্রতি ৩৫ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। গ্রহটি আকারে পৃথিবীর চেয়ে ১২ শতাংশ বড়। অন্যদিকে কেপলার-৪৩২বি পৃথিবী থেকে দূরত্ব ১,১০০ আলোকবর্ষ। আর নিজের নক্ষত্রকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ১১২ দিন। এটির আকার পৃথিবীর চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশী। দু'টি গ্রহই পাথুরে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ওখানে মানুষ বসবাস করতে পারবে কিনা সেটা এখনো নিশ্চিত নয়।

কেপলার টেলিস্কোপের এই আবিষ্কার, যমজ পৃথিবী খোঁজার গবেষণাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। বর্তমান প্রযুক্তি দিয়ে তৈরী মহাকাশযান নিয়ে কেপলার-২২বি গ্রহে যেতে লাগবে কয়েকশ' কোটি বছর। তবে আমাদের প্রযুক্তি থেমে নেই, এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। তাই একদিন আলোর গতিবেগের কাছাকাছি গতি সম্পন্ন কোনো মহাকাশযান যদি মানুষ তৈরী করে ফেলে তাতে অবাক হবনা। তখন কেপলার-২২বি গ্রহে হাজির হয়ে যমজ পৃথিবীর মানুষের মুখোমুখি হতে খুব একটা বেশী সময় হয়তো লাগবেনা। ■

হ্যানয় ঘুরে এলাম

প্রকৌশলী দিদারুল আলম

ষাটের দশকে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নকালে শুনতাম বহুল আলোচিত ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের কথা। শুনেছি সেদেশের মুক্তিপাগল মানুষের আমেরিকান আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহসিকতার গল্প-কাহিনী বারবার। আমেরিকান যুদ্ধ বিমানের বৃষ্টির মতো বোমা বর্ষণ এবং এই ভয়াবহ বিপদের জবাবে ভিয়েতনাম নারী-পুরুষের দুর্বার গেরিলা আক্রমণের লোমহর্ষক ঘটনা। তাদের অবিসংবাদিত নেতা হোচিমিনের গতিশীল নেতৃত্বে ছিয়াত্তর সনে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। সেই থেকে ভিয়েতনামে যাবার আমার মনে প্রবল ইচ্ছা পোষণ করতাম। অবশেষে আমার প্রতি সৌভাগ্য দেবীর দৃষ্টি বুঝি সুপ্রসন্ন হলো। ২০১৮ সনের এপ্রিল মাসে আইইবি দলের সদস্য হিসেবে ভিয়েতনামের রাজধানী শহর হ্যানয়ে এশিয়ান সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিলের (ACECC) একটি তিন দিনের (১২-১৪ এপ্রিল, ২০১৮) কনফারেন্সে যোগদান করার আমন্ত্রণ পেলাম। সফর সঙ্গী হিসাবে আমার গিন্নি ডাঃ শাহীনকে নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। জীবন সঙ্গীনিকে সাথে করে বিদেশ ভ্রমণের আনন্দটাই যেন আলাদা, কথাটি ভেবে পুলকিত হচ্ছিলাম বারবার।

১০ই এপ্রিল, মঙ্গলবার মালেশিয়া এয়ারলাইন্সের বিমানে রাত ১১-০৫ টায় আমরা ঢাকা ত্যাগ করি। কুয়ালালামপুরে ট্রানজিট সেরে তথা হতে আবার রওয়ানা হয়ে ১১ই এপ্রিল দুপুরে বিমানটি হ্যানয়ের *Noi Bai* আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের রানওয়ে স্পর্শ করলো। সদ্য নির্মিত বিশাল আকারের টার্মিনাল ভবনটি। ইমিগ্রেশনে কোনরূপ বিলম্ব হলো না। আমি ও সতীর্থ হাবিবুর রহমান এক ফাঁকে পাশেই পোস্ট অফিস কাউন্টার থেকে ১০০ *USD* ভাঙ্গিয়ে ২২৭৪০০ ভিয়েনাম উড়হম (*VND*) (১ টাকা= ২৭০.৭৭ *VND*) পেলাম। হাতে নিয়ে নোটগুলোর অংক দেখে অবাক হলাম আমরা। সবচেয়ে বড় নোটের অংক হল ৫০০০০০ *VND* এবং ক্রমান্বয়ে ছোট অংকের নোটগুলো। সবাই একটি বড় ধরনের জীপ ভাড়া নিয়ে ২৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আমাদের নির্ধারিত *Danly Hotel*-এ চলে এলাম। পথে দেখলাম এখানকার গাড়িগুলো লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ। আমাদের দেশে অবশ্য রাইট হ্যান্ড ড্রাইভ।

যার যার রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে হোটেল লবিতে এসে সবাই নিকটস্থ একটি রেঁস্তোরার সম্মুখে খোলা জায়গায় বসে লেইট লাঞ্চ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। যে মেয়েটি সার্ভ করছিল তাকে খাবারের মেন্যুগুলো অনেক চেষ্টা করেও বুঝানো গেল না। অবশেষে ডাঃ শাহীনকে কিচেনে পাঠিয়ে নুডুলস ও ডিম ভাজি এনে আমরা আহার সম্পন্ন করলাম। সব দোকান-পাটের সাইন বোর্ডগুলো ভিয়েতনামী ভাষায় বিধায় পড়ার কোন উপায় ছিল না। অতঃপর আমরা পায়ে হেঁটে মিটিং ভেন্যু *Daewoo* হোটেলে গেলাম। মাত্র ৫-৬ মিনিটের হাঁটার পথ, দূরত্ব হবে ৭০০ মিটার। হোটেলটিতে আয়োজকদের আগামী দিনের ব্যবস্থা দেখলাম। চমৎকার পরিবেশ। হোটেলের পার্শ্ববর্তী রাস্তার ওপারে ৭২তলা *LOTTE* ডিপার্টমেন্ট শপিং সেন্টার। সন্ধ্যার পর আমরা পায়ে হেঁটে *Danly* হোটেলে চলে এলাম। পরের দিন ১২ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার সকাল ৯-০০ টা থেকে অনুষ্ঠিত *ACECC* কর্মসূচীতে আমরা যোগ দিলাম। *Daewoo* হোটেলের সুসজ্জিত *La Paix Hall*-এ উপস্থিত হয়ে সেখানে বহু সংখ্যক পূর্ব পরিচিত মুখের সাথে দেখা মিলল। শাহীনের সাথে অনেকের পরিচয় করিয়ে দিলাম। আজ বিকেলে হোটেলের পুল সাইডে অনুষ্ঠিত *ACECC Welcome* রিসেপসন ও ডিনারে যোগ দিয়ে আনন্দ-কোলাহলে মনোরম সন্ধ্যাটি সমাপ্ত হলো।

শুক্রবার, ১৩ই এপ্রিল, দ্বিতীয় দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কনফারেন্সের বিভিন্ন সূচীতে অংশগ্রহণ করে রাতে বিশাল *Hoan Kiam Lake* এর পাড় ঘেঁষে অবস্থিত *Dinh Lang* রেঁস্তোরায় আমরা সমাপনী ডিনারে যোগ দিলাম। আমাদের দেশের চাইনিজ রেস্টুরেন্টের আদলে সজ্জিত রেঁস্তোরাটি। ভিতরের বারান্দার দেয়াল ঘেঁষে আকর্ষণীয় পোষাকে মহিলা গায়িকার দল গান শুরু করলো। ভিয়েতনাম ভাষায় বিধায় কিছু বুঝতে না পারলেও গানের মধুর সূর মুর্ছনায় যেন হারিয়ে গেলাম। টাঙ্গানো ক'টি রসির সাথে বাঁশের ছোট ছোট টুকরা দিয়ে বানানো একটি বাদ্যযন্ত্র কাঠি দিয়ে বাজাচ্ছিল একজন পুরুষ আর্ট্রিট। দারুন চমৎকার ছিল সে বাজনা। খোলা জানালা দিয়ে দৃষ্টি মেলেছিলাম বাহিরের বিশালাকার লেকের দিকে। রাতের বৈদ্যুতিক বাতির

আবছায়া আলোতে শান্ত জলের অপূর্ব শোভা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। ১৪ই এপ্রিল অন্তিম দিনে পার্টিসিপেন্টসদের জন্য পুরোদিনব্যাপী সাইট সিয়িংয়ের প্রোগ্রাম আছে। দিনের প্রথমার্ধে নির্মাণাধীন *Bach Dang Bridge* সাইট পরিদর্শন ও দ্বিতীয়ার্ধে দর্শনীয় *Lan Ha Bay* ভ্রমণ। *Daewoo* হোটেল চত্বর এর থেকে ভোর ৬-০০ টায় আমরা বাসে করে রওয়ানা হলাম। স্বল্পক্ষণ পর দেশের প্রধান নদী *Red River* পার হয়ে বাসটি এক্সপ্রেস হাইওয়ে *Hanoi Thaipong Highway* দিয়ে ছুটে চললো। ৬ লেইনের চমৎকার রাস্তা দিয়ে ছোট ছোট শহর, বাজার ও বিস্তীর্ণ সবুজ শস্য ক্ষেতের বুক চিরে বাস ভ্রমণটি ছিল ভীষণ উপভোগ্য। ব্রিজটির নির্মাণ কাজ পরিদর্শনের পর *Cat Ba Town Gi Treo* নামক রেঁস্তোরায় আমরা লাঞ্চ করলাম। অতঃপর তথা হতে রওয়ানা হয়ে আমরা ১২-০০ টায় *Cat Ba* লঞ্চ ঘাটে পৌঁছলাম। চমৎকার ঘাটটা। ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে লঞ্চে উঠলাম আমরা। দো'তলা লঞ্চটি। অনেকে দো'তলার ছাদে আবার অনেকে নীচে জায়গা করে নিল। লঞ্চটি ছুটে চলেছে সাগরের শান্ত নীল জলের বুক চিরে। ঐ দূরে দৃশ্যমান হচ্ছিল কাল রংয়ের পাথর ও *lime stone*-এর ছোট-বড় পাহাড়গুলো সাগরের বুক দিয়ে মাথা উঁচু করে স্থির চিত্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাহাড়গুলোর কিছু কিছু অংশ জুড়ে ছোট আকারের সবুজ পাহাড়ী গাছে ঢাকা। আর বাকী অংশে গাছ ছাড়া পাহাড়গুলোর কাল পাথরের গা সবুজের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছিল। প্রতিটি পাহাড়ের সে দৃশ্য দেখতে ভীষণ দৃষ্টিনন্দন লাগছিল। চারিদিকে সাগরের ঢেউ বিহীন শান্ত জল, অপূর্ব সে দৃশ্য। পাহাড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে পথে অসংখ্য ভাসমান মৎস্য খামার দেখতে পেলাম। ভাসমান বাড়ি-ঘরের সাথে পানির নিচে অসংখ্য নেটের তৈরি স্থাপিত ছোট ছোট মাছের ঘের। নিশ্চিত হলাম দেখে, এসকল নেটের ঘেরে মাছের পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে। জেলেদের ভাসমান নানা রঙিন টিনের দ্বারা নির্মিত কোন কোন বাড়ির আশেপাশে তাদের পোষা কুকুর এবং বিড়ালগুলো ঘোরাফেরা করছে। সে দৃশ্য ছিল সুন্দর ও মনকাড়া।

১৫ই এপ্রিল, মঙ্গলবার ছিল ভ্রমণের ৪র্থ দিন। আজকে আমাদের ফ্রি ডে। গতকালই কনফারেন্সের সকল প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। আমরা ঢাকা থেকেই ১৫ তারিখ অতিরিক্ত একদিন হ্যানয়ে থেকে দর্শনীয় *Ha Long Bay* দেখার জন্য স্থির করেছিলাম। কবির নাকি ইন্টারনেট থেকে তথ্য নিয়েছে এটা হলো বিশ্বের একটি অন্যতম সেরা দর্শনীয় *tourist attraction* স্পট। আমরা হোটেল কাউন্টার থেকে একটা বাস ঠিক করেছিলাম। এসব ম্যানেজ করার দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসর আশরাফ ও হাবিবুর রহমান। বিশেষ করে হাবিবুর রহমানকে প্রথম দিন থেকেই সকলের খরচের হিসাব রাখার দায়িত্বটি দেওয়া হলে তিনি তা পালনের জন্য সানন্দে রাজি হন। তাকে আমরা শর্তানুযায়ী খরচের জন্য কিছু কিছু *VND* অগ্রিম পে করে দিয়েছিলাম। সূচি মোতাবেক কবির তার মিসেস বেগম লুৎফুন্নাহারকে নিয়ে সকালে আমাদের হোটেলে এসে পড়বেন। আমরা ঠিক ৭-১৫ টায় রওয়ানা দিলাম। পথে একটি শপিং মল প্রাঙ্গণে বাস থামলে আমরা সবাই কিছু না কিছু সুভিনির কিনলাম। অবশেষে আমরা কাঙ্খিত *Ha Long Bay* এর গেইটে এসে পৌঁছলাম। প্রকান্ড সুসজ্জিত গেইটটি। আমাদের গাইডের হাতে লাল রংয়ের ত্রিকোণাকৃতির একটা পতাকা। ভিড়ের মাঝে তাকে আমরা ফলো করছি। কাউন্টার থেকে দু'টো টিকিট কিনলাম আমার ও ঘিন্নির জন্য। গেইটে টিকিট পাঞ্চ করিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। চারিদিকে পর্যটকদের ঢল। নারী-পুরুষ ও তাদের পরিবারের সদস্যরা সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। কোন দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য এর পূর্বে এতো লোক আমাদের কখনো চোখে পড়েনি। যে দিকে তাকাই যেন জন সমুদ্র।

গেইট থেকে ক'শ গজ দূরে হেঁটে আমরা সদলবলে *Golden Star Cruise* নামে একটা লঞ্চে উঠলাম। লঞ্চটি ছেড়ে দিল স্বল্পক্ষণ পরে। সাগরের নীল শান্ত জলে ছোট ছোট বিভিন্ন ধরণের কালো রংয়ের পাথর ও চুনাপাথরের (*lime stone*) পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে আমাদের লঞ্চটা ছুটে চলছিল। সমস্ত ইধু এলাকা জুড়ে ছোট বড় নয়নাভিরাম দুই হাজার সংখ্যক দ্বীপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বলে গাইড জানালো। তখন আকাশ ছিল মেঘলা, সাথে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। দুপুর ১২-০০ টা নাগাদ আমাদের লাঞ্চ সার্ভ করা হলো। চমৎকার সুস্বাদু মেন্যুগুলো। দুপুর ৩-০০ টায় আমাদের লঞ্চটি *Heaven Palace Cave* নামক স্থানে পৌঁছলো। গাইড বললো, এখানে একটা গুহা (*cave*) আছে যারা চাইবেন সেই গুহা পরিদর্শন করতে পারবেন। গুহাটির নাম *Monkey Wooden Cave*। সবার সাথে টিকিট কাটলাম আমরা দু'জনের জন্য। গুহায় ৩টি সেকশন আছে। ভিতরে কিছু কিছু জায়গায় সিঁড়ি আছে বললো গাইড। সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা গুহার ভিতরে অতিক্রম করতে হবে। এটা জেনে আমার ও সম্প্রতি শাহীনের পায়ে ব্যথার কথা বিবেচনা করে টিকিট কাটা সত্বেও আমরা গুহায় যাওয়া স্থগিত করলাম। গাইড বললো, বহুদিন পূর্বে ১২ জন সৈনিক এই গুহায় গাঁ ঢাকা দিয়ে চীনাদের সাথে যুদ্ধ করেছিল। লঞ্চে উঠে ক'জন সতীর্থদের ক্যামেরায় তোলা ছবিতে গুহার ভিতরের *formation* গুলো দেখলাম। ২০১৫ সনে সিডনী সফরকালে আমাদের *chiefly Cave* এর ছবিগুলো তখন মনের আর্শিতে ভেসে উঠলো। দেখলাম এখানকার গুহার *formation* গুলো ঠিক অস্ট্রেলিয়ার *Cave* গুলোর মতই। অনেকটা নিশ্চিত হলাম এ সকল *Cave* এর ভিতরে এরূপ *formation* হতে ৪৩০ - ৪৫০ কোটি বছর সময় লেগেছে।

যেতে যেতে এক স্থানে সাগরের বুকে *cock fight spot* দেখালো গাইড। দুটো পাহাড় পানিতে সামনা-সামনী ভাবে দৃশ্যমান হলো। আকৃতি দেখতে অবিকল মোরগের মতো। দেখে মনে হবে যেন দু'টা মোরগ সামনা-সামনী লড়াইয়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া দুই পাহাড়ের মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র আকৃতির সীবিচ ও দৃশ্যমান হলো যেখানে ছোট ছোট সুন্দর কটেজের ব্যবস্থা আছে। গাইড বললো, পর্যটকরা ইচ্ছা করলে কটেজ গুলোতে রাত্রি যাপন করতে পারে। আনন্দ ভ্রমণ শেষে সন্ধ্যার পর বাসটি আমাদের হোটেলে নামিয়ে দিল। লঞ্চে করে সারাটা পথ জুড়ে *Ha Long Bay* এর মনোরম দৃশ্য প্রাণ ভরে উপভোগ করেছি যার মধুর স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকবে হৃদয়ের সোনালী খাঁচায় অনাগত দিনগুলোতে আমার। তবে অপূর্ব *Ha Long Bay* দেখার পর আমার মনে হয়েছে ভিয়েতনাম সফরে *Ha Long Bay* পর্যটকদের জন্য একটি অত্যন্ত দর্শণীয় এবং আকর্ষণীয় সাইট। এ ভ্রমণের আনন্দ ছাড়া ভিয়েতনাম ভ্রমণটি পর্যটকদের জন্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সন্দেহ নেই। ■

আইইবি সংবাদ

- সংবাদ সংক্ষেপ
- বিবিধ সংবাদ

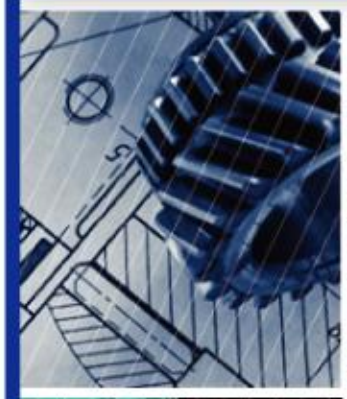

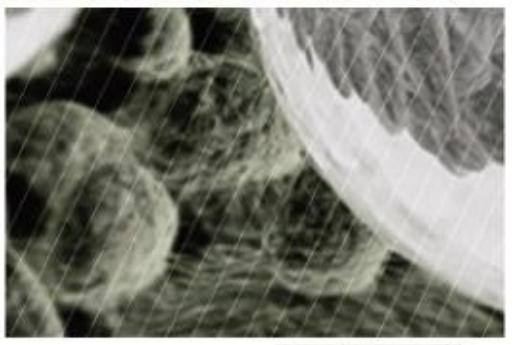

সদর দফতর সংবাদ

জাতীয় শোক দিবসে আইইবিতে আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উদ্যোগে আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ আগস্ট সকালে ধানমন্ডিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদেন করেন আইইবির নেতৃবৃন্দ। দুপুরে আইইবির সেমিনার কক্ষে আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল শেষে গরীব ও দুস্থদের মাঝে আইইবির পক্ষ থেকে খাবার বিতরণ করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ করতে হলে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে। তা না হলে বাংলাদেশ পাকিস্তানে রূপান্তর হয়ে যাবে। দেশে আবার জঙ্গীবাদ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ফিরে আসবে। তাই এসব যেন আর বাংলাদেশকে গ্রাস করতে না পারে সেই জন্য বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে আইইবি নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে আইইবির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. এস.এম.মনজুরুল হক মঞ্জুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন আইইবির সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. প্রকৌ. এম.এম. সিদ্দিক, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. কাজী খায়রুল বাশার, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. মোজাম্মেল হক, সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. শাহাদাৎ হোসেন শিবলু, আইইবির সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রকৌ. কবির আহমেদ ভূঁইয়া প্রমুখ।

জাপান সোসাইটি অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স এর কনভেনশনে আইইবির ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দলের যোগদান

২৯ থেকে ৩০ আগস্ট ২০১৮ জাপানে অনুষ্ঠিত জাপান সোসাইটি অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স এর কনভেনশন অংশগ্রহণের জন্য ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ২৭ আগস্ট জাপান যাত্রা করেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন আইইবির প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ এবং বিএইটিই'র সদস্য সচিব প্রফেসর ড. প্রকৌশলী

কনভেনশনের একটি বিশেষ মুহূর্ত

এ.এফ.এম. সাইফুল আমিন। কনভেনশন অনুষ্ঠান শেষে ৩১ আগস্ট ২০১৮ প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে আসেন।

জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরীর সংবর্ধনা

জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরীকে বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের আইকন বলে অভিহিত করেছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি বলেন, জামিলুর রেজা চৌধুরী বাংলার প্রতিটি প্রকৌশলীর প্রিয় ব্যাক্তি। বাংলার যেসব প্রকৌশলী আছে সবাই তাঁর উপর আস্থা রাখেন। তিনি হলেন সকল প্রকৌশলীদের আইকন।

৫ জুলাই আইইবি পক্ষ থেকে 'জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আইইবির মিলনায়তনে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সকল প্রকৌশলীদের ইনস্টিটিউট এর চেয়ারম্যান তিনি। দুর্ভাগ্য বসত দীর্ঘ সময়ের পর জাতীয় অধ্যাপক নির্বাচিত হয়েছেন। তার পরও অন্তরের অন্তস্থল

থেকে সকল প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে তাকে এবং তাঁর সহধর্মীনিকে শুভেচ্ছা জানায়। জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, আমাকে যে জাতীয় অধ্যাপক স্বীকৃতি দিয়েছে এ জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। এই স্বীকৃতি সকল প্রকৌশলীদের। বর্তমান অবস্থানে আসার পেছনে সকল প্রকৌশলীদের সহযোগীতা ছিল। এ জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে সংবর্ধনা প্রদানের মুহূর্ত

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল উন্নয়ন মূলক কাজে প্রকৌশলীদের প্রতি আস্থা রাখার আনুরোধ জানান। বাংলদেশে অনেক মেধাবী প্রকৌশলী আছে যারা শেখ হাসিনার উন্নয়ন মূলক কাজকে তরান্বিত করতে সক্ষম হবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর। সভাপতির বক্তব্যে প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর বলেন, জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যার আমাদের প্রকৌশলী সমাজের অহংকার, আমাদের গর্ব। তিনি আমাদের প্রকৌশলী সমাজকে নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায়। এর জন্য স্যারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী এস.এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, প্রকৌশলী মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, প্রকৌশলী মো. নূরুজ্জামান, ড. প্রকৌশলী এম.এম. সিদ্দিক, পিইঞ্জ., সহকারী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. মামুনুর রশিদ ও আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের সম্পাদক প্রকৌশলী শাহাদাৎ হোসেন শিবলু, পিইঞ্জ.।

আইইবি বিভাগীয় সংবাদ

পুরকৌশল বিভাগ আয়োজিত Sustainable Transportation Development: Towards Developing Nation শীর্ষক সেমিনার

Sustainable Transportation Development: Towards Developing Nation শীর্ষক সেমিনার ২৬ এপ্রিল আইইবি পুরাতন ভবন সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেলপথ মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী জনাব মো. মুজিবুল হক এমপি।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মো. মুজিবুল হক এমপিকে স্মারক ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন আইইবি নেতৃবৃন্দ

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান, অধ্যাপক পুরকৌশল বিভাগ বুয়েট ও ভাইস-চেয়ারম্যান পুরকৌশল বিভাগ আইইবি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইইবি, সম্মানিত আলোচক হিসাবে ছিলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মো. আমজাদ হোসেন, বিশেষ অতিথি ছিলেন, আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান, চেয়ারম্যান পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। সেমিনার সঞ্চালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্পাদক পুরকৌশল বিভাগ আইইবি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধকার বলেন, লাগসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে বিশেষ করে এসডিজি বাস্তবায়নে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকল্প নেই।

পাহাড়ধস ঃ প্রতিকার ও করণীয় শীর্ষক সেমিনার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেছেন, পাহাড় সৌন্দর্যেরে প্রতীক। পাহাড়ের সবুজময় সৌন্দর্য ও আকাঁবাকাঁ বয়ে যাওয়া নদী মানুষের মোহিত করে কিন্তু পাহাড়ের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে মৃত্যুর শংকা। কিছুটা মানবসৃষ্ট কিছুটা প্রাকৃতিক। বাংলাদেশে পাহাড়ধস একটা নতুন আতংকের নাম, নতুন দুর্যোগ, নতুন বিপর্যয়।

১২ জুলাই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন, শুধু ২০১৭ সালে বাংলাদেশে পাহাড় ধসে ১৬৬ জন লোক মারা গেছেন। এর মধ্যে রাঙামাটি জেলায় মারা গেছে ১২০ জন মানুষ। এই সময় ২২৭ জন আহত হয়েছে। ৩ হাজার ৭৫০ বাড়ি সম্পূর্ণ এবং ৩৬ হাজার ৬৩৭টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ বছর জুন পর্যন্ত মারা গেছে ২৭ জন মানুষ। পার্বত্য ৩টি জেলার আয়তন ১৩ হাজার ২৯৫

কিলোমিটার। এ অঞ্চলের লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষ কিন্তু এ এলাকার কত অংশ ভূমি মানুষের বসবাসের উপযোগী সেটা জরিপের অবকাশ রয়েছে। অপরিকল্পিত শহরায়নের ফলে দরিদ্র সহায়সম্বল ও ভিটেমাটিহীন মানুষেরা নিতান্ত বাধ্য হয়েই এখানে বসবাস করছে। ১৬ শতকের প্রথম দিকে আরাকানের অধিবাসীদের অত্যাচারে ভিটেমাটি ছাড়া চাকমা, মারমাসহ কয়েকটি জাতি এসে এখানে বসবাস শুরু করে। এখন পাহাড়ি ও বাঙ্গালি প্রায় সমান সমান।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন আইইবি প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর। আইইবির পুরকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান মো. হাবিবুর রহমান সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইবির সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ।

সেমিনারের একটি বিশেষ মুহূর্ত

আইইবি প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর বলেন, ভূমিধসের কারণে প্রতিবছরই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ২০১০ সারাদেশে ১৭ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর ২০১৭ সালে এসে এ সংখ্যাটি ৪২ হাজার জন। সাত বছরে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা পঁচিশ হাজার বেড়ে গেছে। এটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। প্রকৌশলীরা সরকারের হাতে হাত রেখে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আগামীদিনে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবার নির্বাচিত করতে হবে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের সদস্য ড. আবদুল জব্বার খান। তিনি বলেন, অবাধে পাহাড় কাটা, বন উজাড়, যেখানে সেখানে বসতি স্থাপনের কারণে এক পর্যায়ে ধসের ঘটনা ঘটছে। ধস রোধে সমন্বিত পরিকল্পনা নিতে হবে। মূল মাটির অনেক গভীরে যায় এমন গাছ রোপন, পাহাড়ের কাটা অংশে জিও টেক্সটাইল ব্যবহার এবং পাহাড়ে রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য স্থাপনা তৈরির সময় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। সবার আগে পাহাড়ে জরিপ করতে হবে। সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই বিভিন্ন নির্মাণকাজ শেষ করতে হবে। সবার আগে আমাদের দেশপ্রেমিক হতে হবে। পাহাড়ের ক্ষতি হয় এমন কাজ যেন আমরা না করি।

পাহাড়ধস বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও তা সেভাবে আলোচনায় আসছে না বলে মনে করেন বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের চেয়ারম্যান রেশাদ মো. ইকরাম আলী। তিনি বলেন, প্রতি বছরই পাহাড়ধসে অনেক প্রাণ এবং সম্পদহানি হয়। আমার মনে হয় মানুষ মারা যাওয়ার কারণ হিসেবে সড়ক দুর্ঘটনার পরই পাহাড় ধসের অবস্থান কিন্তু সে হিসাবে আমরা বিষয়টির প্রতি এখনো গুরুত্ব দিচ্ছি না। এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসেছে।

বাস্তব কারণেই পাহাড়ে বসতি স্থাপন ঠেকানো যাবে না কিন্তু বসতি স্থাপন করতে হলে তা পরিকল্পনামাফিক করা উচিত বলে মনে করেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. সুদীপ কুমার পাল।

যন্ত্রকৌশল বিভাগ আয়োজিত Nuclear Energy Development in Bangladesh : Opportunities and Challenges শীর্ষক সেমিনার

রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিকৃত রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের টাকা সম্পুর্ণ নির্মাণ হবার ৩০ বছর পর রাশিয়া ৯০ ভাগ অনুদানের টাকা ফেরত নেবে বলে মন্তব্য করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। মন্ত্রী বলেন, রুপপুর প্রজেক্টের ক্ষেত্রে রাশিয়ার সঙ্গে প্রথমে চুক্তি হয়েছিল যে, রাশিয়া দেবে ৮০ ভাগ এবং বাংলাদেশ দেবে ২০ ভাগ কিন্তু পরে রাশিয়া আমাদের আগ্রহ দেখে তা ৯০-১০ ভাগে চুক্তি করেছে। এই সুযোগটা আমরা হাত ছাড়া করতে পারি না।

০৯ আগস্ট ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ উদ্যোগে Nuclear Energy Development in Bangladesh: Opportunities and Challenges শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সেমিনারের প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদানের একটি মুহূর্ত

বাঙ্গালি জাতি বীরের জাতি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বাঙ্গালিদের কাছে অসাধ্য বলে কিছুই নেই, যা প্রাচীনকাল থেকেই। একটা আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, আমরা একটি দরিদ্র জাতি হয়েও কিভাবে রুপপুরের মত প্রজেক্ট হাতে নিলাম। আমি উত্তরে বলেছিলাম আমরা শক্তি না থাকা সত্বেও তৎকালীন শক্তিশালী দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছিলাম। এটা শুনেই সেখানে বলা হয়েছিল, আর কোন প্রশ্ন নেই। আর এটা শুনে সেখানে উপস্থিত পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা অনেক লজ্জা পেয়েছিল, যা আমার কাছে প্রকাশ করেছে।

আমাদের চ্যালেঞ্জ নিতে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, রুপপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রজেক্ট এদেশের একটি বিশাল অর্জন। সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এখন প্রশ্ন আসে যে কোন উপজেলায় প্রথম ২০ তলা ভবন নির্মিত হয়েছে? সেটা রুপপুরেই। এই প্রকল্পটি অন্য যে কনো প্রকল্প থেকে আলাদা। এটা দেশের মান বাড়ানো ছাড়াও শ্রমের মূল্যও বাড়িয়ে দেবে। স্যাটেলাইট আমাদের মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। পদ্মা সেতু করার আগে আমাদেরকে অনেক অপমান করা হয়েছিল কিন্তু এখন জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে এসে এসব কাজের সুনাম করে যায়।

আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুরের সভাপতিত্বে আয়োজিত সেমিনার আরও উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন, আইইবির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আলী জুলকারনাইন, ড. প্রকৌশলী মো. মঞ্জুরুল হক, আইইবি'র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সম্পাদক আহসান বিন বাশার রিপন, একই বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী আবদুর রশিদ সরকার।

সেমিনার অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারমাণবিক প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান এবং আইইবি'র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান ড. প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলাম। উক্ত সেমিনারে বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিকৌশল বিভাগ আয়োজিত পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সেমিনার

পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য দেশের জনগণের জন্য নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের চ্যালেঞ্জ বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য এবং অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, সামাজিক উন্নয়ন, দেশের রাজনীতি, একটি দেশের অর্থনীতির মূল কাঠামোর ভিত্তি হলো কৃষি। আমরা এক সময় খাদ্যের ঝুঁলি নিয়ে সারা দেশে ঘুরে বেড়াতাম। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। যা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল।

২৪ জুলাই ২০১৮ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের (আইইবি) কাউন্সিল হলে কৃষিকৌশল বিভাগ আয়োজিত 'Agricultural Mechanisation : Status, Challenges and Policy issues in Bangladesh' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হলেন কৃষি বান্ধব, কৃষককে ভালবাসেন। কৃষি ভিত্তির ওপর নির্ভর করেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাবনা থেকে সর্বোচ্চ সুব্যবস্থা নিয়েছেন কৃষকদের জন্য। আর জনগণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা এটা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার অন্তর্ভূক্ত ছিল। সেটা আমরা পরিপূর্ণ করতে পেরেছি। সেই জন্য আমরা নেপালে খাদ্য সহযোগিতা করতে পেরেছি। দশ লক্ষ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছি। যা শুধু মাত্র সম্ভব হয়েছে আমাদের কৃষির কারণে।

সেমিনারের প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদানের একটি মুহূর্ত

সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আইইবির প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। সেই লক্ষে বর্তমান সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণে গুরুত্ব আরোপ করে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোড ম্যাপ ২০২১, ২০৩১ এবং ২০৪১ প্রণয়ন করেছে। যাতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন কর্মকৌশল গৃহীত রয়েছে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. মঞ্জুরুল আলম। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ। সেমিনারে আলোচক হিসেবে ছিলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বিশ্বব্যাংকের সাবেক সেচ প্রকৌশলী ড. মো. আবদুল গণি। আইইবির কৃষিকৌশল বিভাগের সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলাম শেখ (শফিক) সভাপতিত্ব করেন, আইইবির কৃষিকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আবুল কাশেম মিয়া।

কৃষিকৌশল বিভাগের সেমিনার অনুষ্ঠিত

Food Adulteration: Present Status and Future Challengrs in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার ২৭ সেপ্টেম্বর আইইবি পুরাতন ভবন সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. প্রকৌশলী মো. আব্দুল আলিম, অধ্যাপক ফুড টেকনোলজি এন্ড রুরাল ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগ বাংলাদেশ কৃষিকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাউন্সিল সদস্য, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। তিনি বলেন উৎপাদন থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত সকল পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের বড় বাধা। গণসচেতনার মাধ্যমে আমরা এই বাধা মোকাবেলা করতে পারি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইইবি, সম্মানিত আলোচক হিসাবে ছিলেন, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, বিশেষ অতিথি ছিলেন, আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক

সেমিনারের একটি বিশেষ মুহূর্তে

প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো. আব্দুল কাশেম মিয়া, চেয়ারম্যান কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। সেমিনার সঞ্চালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মো. মোয়াজ্জেম হুসেন ভূঞা, পিইঞ্জ, ভাইস-চেয়ারম্যান কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি।

কৃষিকৌশল বিভাগের সেমিনার অনুষ্ঠিত

Scope Of Digitalization Of Irrigation Development and Management Practices in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার ১৪ মে আইইবি পুরাতন ভবন সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক, এমপি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী মো. আব্দুল কাশেম মিয়া, চেয়ারম্যান কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইইবি, সম্মানিত

সেমিনারের প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদানের একটি মুহূর্ত

আলোচক হিসাবে ছিলেন, ড. প্রকৌশলী আইনুন নিশাত, সাবেক উপাচার্য, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন, আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও আর্থ), আইইবি। সেমিনার সঞ্চালনা করেন প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলাম শেখ শফিক সম্পাদক কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মো. মোয়াজ্জেম হুসেন ভূঞা, পিইঞ্জ., ভইস-চেয়ারম্যান কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি।

কম্পিউটারকৌশল বিভাগ আয়োজিত Movement For Deportation Of Killer Nur Chowdhury To Bangladesh শীর্ষক সেমিনার

Movement For Deportation Of Killer Nur Chowdhury To Bangladesh শীর্ষক সেমিনার ২৭ সেপ্টেম্বর আইইবি পুরাতন ভবন সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। তিনি বলেন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়, হত্যা কারীদের মধ্যে আত্মস্বীকৃত খুনী নূর চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে আনতে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ২০ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে কানাডার প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হবে। কানাডার সঙ্গে আমাদের কুটনৈতিক সর্ম্পক বর্তমানে অনেক ভাল তাই আমার বিশ্বাস আত্মস্বীকৃত খুনী নূর চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে আনতে আমরা সক্ষম হব এবং তার সাজা, মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা যাবে।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইইবি, সম্মানিত আলোচক হিসাবে ছিলেন, এ্যাড. কোহেলী কুদ্দুস মুক্তি, উপদেষ্টা, গৌরব ৭১

ও এস এম মনিরুল ইসলাম মনি, সভাপতি, গৌরব ৭১ এবং এফ এম শাহীন, সাধারণ সম্পাদক, গৌরব ৭১। বিশেষ অতিথি ছিলেন, আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মুহাম্মদ মাহফুজুর ইসলাম, চেয়ারম্যান, কম্পিউটারকৌশল বিভাগ, আইইবি।

সেমিনারের একটি বিশেষ মুহূর্ত

কেন্দ্র / উপকেন্দ্র সংবাদ

চট্টগ্রাম কেন্দ্র

জাতীয় শোক দিবস পালন

বিশ্বের ইতিহাসে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে মানুষের অধিকার আদায় ও স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে যারা দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আহমেদ সুকর্ন, নেলসন ম্যান্ডেলা, মার্টিন লুথার কিং, ফিদেল কাস্ত্রো, ভারতের মহাত্মা গান্ধী এবং বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মত মহান ও কিংবদন্তিতুল্য নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো মানবজাতির প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। বঙ্গবন্ধুর সঠিক নেতৃত্বে এদেশ অল্প সময়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট, ২০১৮ সন্ধ্যায় কেন্দ্রের মিলনায়তনে আয়োজিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দক্ষিণ জেলা শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধ জনাব মোছলেম উদ্দিন আহমেদ উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বাদ আছর কেন্দ্রের এবাদতখানায় খতমে কোরআন ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দক্ষিণ জেলা শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধ জনাব মোছলেম উদ্দিন আহমেদ।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি মোছলেম উদ্দিন আহমদ আরোও বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশ আলোচনার টেবিলে বসে স্বাধীনতা পেয়েছে। বাঙালি জাতি যুদ্ধ করে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত এবং দু'লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তাই বাঙালি জাতি বিশ্বের দরবারে বীরের জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর আপোষহীন মনোভাব এবং সংগ্রামী চেতনা ও মানবতার আদর্শে উদ্দীপ্ত জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উদীয়মান টাইগার হিসেবে উন্নয়নের ধারায় মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। প্রধান অতিথি আরো বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর দেশকে দারিদ্রমুক্ত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের লক্ষে ২০২১ রূপকল্প প্রণয়ন করেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার সকল সূচক পূর্ণ করে পুনরায় ২০৪১ রূপকল্প নির্ধারণ করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠে এসেছে। তিনি আরো বলেন, যারা পিছনের দরজা দিয়ে জ্বালাও পোড়াও কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায় সেইসব খুনি এবং পাকিস্তানি ভাবধারার দল ও গোষ্ঠী সম্পর্কে সজাগ থেকে প্রকৌশলী সমাজকে বর্তমান উন্নয়নের ধারায় স্ব-স্ব অবস্থান থেকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষাকল্পে শেখ হাসিনার সরকারকে আগামীতেও নির্বাচনে জয়ী করার আহ্বান জানান।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামান এর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোছলেম উদ্দিন আহমেদ।

সভায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন এবং কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড

এসডব্লিউ) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার দে, কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম আলী আশরাফ, পিইঞ্জ., প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, প্রকৌশলী সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী, প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্ত, প্রাক্তন সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী ইয়াকুব সিরাজুদ্দৌলাহ এবং ইআরসি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী রাজিব বড়ুয়া প্রমুখ।

আলোচনার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল আলম প্রধান অতিথি ও কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে সন্ধ্যা ৬:০০টায় প্রকৌশলী সন্তানদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং আন্দোলন সংগ্রামসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের উপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। সবশেষে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ময়মনসিংহ কেন্দ্র

জাতীয় শোক দিবস পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ময়মনসিংহ কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট, ২০১৮ খ্রি., বিকাল ৫:০০টায় কেন্দ্রের মিলনায়তনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

শোক দিবসের আলোচনা সভার একাংশ

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আব্দুল মজিদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী এ বি এম আব্দুল্লাহ। প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু জীবন তথা বাঙালি জাতির এক স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জনের ইতিবৃত্তি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠা, ঐ সময়কার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, তাঁর কর্মময় জীবন ও সামগ্রিক পরিস্থিতির বর্ননা দেন। এছাড়াও বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিতি ছিলেন।

রাজশাহী কেন্দ্র

জাতীয় শোক দিবস পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, রাজশাহী কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট' ২০১৮ খ্রি. ও ১৬ আগস্ট ২০১৮ খ্রি., দুই দিনব্যাপী কর্মসূচী পালন করা হয়। ১৫ আগস্ট' ২০১৮ খ্রি., সকাল ৮:৫০মিনিটে কালো ব্যাজ ধারণ এবং সকাল ৯:০০ মিনিটে শোক র‍্যালি সাহেব বাজার জিরোপয়েন্ট হতে বঙ্গবন্ধু চত্তরে (আলুপট্টি) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ। ১৬ আগস্ট' ২০১৮ খ্রি., সকাল ১০:০০ মিনিটে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যাল (রুয়েটে) বৃক্ষ রোপন করা হয়।

শোক দিবসের র‍্যালির দৃশ্য

এ সময় আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. লুৎফুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন) প্রকৌশলী মো. নিজামুল হক সরকার, সম্মানী সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. তারেক মোশাররফ, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম শেখ, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, রাজশাহীর সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আসিক রহমান, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মুফতি মাহমুদ রনি এবং প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম, প্রকৌশলী আবুল বাসার, প্রকৌশলী এ. টি. এম মাহফুজুর রহমান, প্রকৌ. মির্জা মোয়াতাছিম বিল্লাহ্,

প্রকৌশলী শিবির আহমেদ, প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম মন্ডল, প্রকৌশলী মো. হারুন অর রশিদ, প্রকৌ. মো. মামুনুর রশিদ, প্রকৌ. শ্যাম দত্ত, প্রকৌশলী মো. ফারুখ হোসেন, প্রকৌশলী মো. আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া, প্রকৌশলী মো. মোখলেসুর রহমান, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রকৌশলী শোয়াইব মুহাম্মদ শাইখ, প্রকৌ. মো. ইকবাল হোসেন সুমন, প্রকৌশলী মো. আসাদুজ্জামান সুইট, প্রকৌশলী তাপোস কুমার, প্রকৌশলী মো. সামিউল ইসলাম, প্রকৌশলী নাসির উদ্দীনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

সিলেট কেন্দ্র

১৫ ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দোয়া মাহফিল আয়োজন

১৫ই আগস্ট, ২০১৮ ইং তারিখ বাদ আছর সিলেটের চৌহাট্টায় অবস্থিত সড়ক দপ্তরের মসজিদে আইইবি সিলেট কেন্দ্র কর্তৃক এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন আইইবি সিলেট কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. শোয়েব আহমেদ মতিন, উক্ত কেন্দ্রের অফিসিয়ালসহ বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ। শাহাদাৎবরণকারী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন সড়ক দপ্তর মসজিদের ইমাম সাহেব।

ঘোড়াশাল কেন্দ্র

জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

শোক দিবসের আলোচনা সভার একটি মুহূর্ত

আইইবি ঘোড়াশাল কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মোযাজ্জেম হোসেন, এর সভাপতিত্বে আলোচনা, দোয়া ও মিলাদ মাগফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. মঞ্জুর-উল-আলম, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র। পবিত্র কোরআন তেলোয়াতের মাধ্যমে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল শুরু করা হয়।

উক্ত সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. নুরুল ইসলাম। সম্মানী সম্পাদকের স্বাগত বক্তব্যের পরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ খ্রি. এর প্রমাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর সভায় আলোচকবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর জীবনী, আদর্শ, রাজনৈতিক মতাদর্শ, দেশ ও জাতিকে পরাধীনতা থেকে মুক্তির সংগ্রামী জীবন নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের এই অকাল মৃত্যুতে সকলে গভীর শোক প্রকাশ করেন। এছাড়াও আলোচকবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের কাছে জাতির জনকের জীবন ও আদর্শ ছড়িয়ে দিতে হবে। তাঁর আদর্শকে সর্বক্ষেত্রে জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে।

আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী অমল কান্তি বড়ুয়া, নির্বাহী পরিচালক, টিআইসিআই। প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম,, মহা-ব্যবস্থাপক (এমটিএস), ইউএফএফএল, প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান, , ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন এন্ড ফাইন্যান্স), ঘোড়াশাল কেন্দ্র, প্রকৌশলী তরুন কান্তি সরকার, , ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি), ঘোড়াশাল কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. আবু বকর সিদ্দিক, প্রাক্তন সম্মানী সম্পাদক, ঘোড়াশাল কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. রফিজ উদ্দিন ঢালী, বিভাগীয় প্রধান, ই এন্ড আই, ইউএফএফএল, প্রকৌশলী সুশীল চন্দ্র রায়, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ইউএফএফএল, প্রকৌশলী আশীষ কুমার চক্রবর্তী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ইউএফএফএল, প্রকৌশলী মো. জহিরুল ইসলাম, ম্যানেজার ঘোবিকে, প্রকৌশলী দিলীপ কুমার বিশ্বাস, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঘোবিকে। এছাড়া সভায় কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলী ও অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদদের পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর কেন্দ্র

জাতীয় শোক দিবসে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০১৮ উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, আইইবি, রংপুর কেন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। এই দিবসে সকাল ৮.০০ টায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং বিকাল ৫.০০ টায় আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। নগরীর পশ্চিম বাবুখাঁ আর. কে রোডে অবস্থিত আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের ভাইস- চেয়ারম্যান (প্রশাসন পেশা ও সমাজ কল্যাণ) প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম।

আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের জাতীয় শোক দিবস র‍্যালির একাংশ

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক এবং সড়ক সার্কেল রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. মাহবুবুল আলম খান, বিউবো রংপুরের প্রধান প্রকৌশলী মো. শাহাদৎ হোসেন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. রকিবুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকৌশলী মো. লুৎফুর হায়দার চৌধুরী, বাপাউবো (ঠাকুরগাঁও) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. মাহবুবুর রহমান (সৈয়দপুর ও নীলফামারী) নির্বাহী প্রকৌশলী কৃষ্ণ কমল বাপাউবো (লালমনিরহাট) নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী গোলাম যাকারিয়া, এলটিএসসি (লালমনিরহাট) এর চীফ ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান প্রকৌশলী মো. আমিনুল হক প্রমুখ। শোক সভায় বক্তরা বলেন, বঙ্গবন্ধুর সপ্নের সোনার বাংলা গঠনে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তার সে প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে আমরা ২০৪১ সালের পূর্বেই উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গঠনে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার বাস্তবায়নে আজকে প্রকৌশলী সমাজের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জাতি গঠনে আজকে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানের একাংশ

বক্তরা শেষে ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে নিহত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ অন্যান্য নিহতদের এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

বগুড়া কেন্দ্র

শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০১৮ খ্রি. বিকাল ৫:৩০ ঘটিকায় আইইবি বগুড়ার উদ্যোগে আইইবি ভবন, বগুড়ায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আইইবি বগুড়া কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ এফ এম আব্দুল মতিন। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের সহ-সভাপতি প্রকৌশলী মো. মোকছেদুর রহমান, সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. মাহবুবুল আলম চৌধুরীসহ কেন্দ্রের ৪৫জন প্রকৌশলী সদস্য। বক্তাগণ এদেশের প্রতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান, বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের উপর আলোচনা করেন। আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ এবং সোনার বাংলা গঠনে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সহযোগিতা করার জন্য সকল প্রকৌশলীগণকে আহ্বান জানানো হয়।

প্রকৌশলী মো. সোবহান মিয়া এর সঞ্চালনায় ও কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. শফিক উদ্দিন এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. প্রকৌশলী মুহাম্মদ আলমগীর। প্রধান অতিথি মহোদয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আত্মজীবনী তুলে ধরে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণকারী বঙ্গবন্ধুসহ সকলের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

জাতীয় শোকদিবসের আলোচনা সভার একাংশ

শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে ও তাঁর দুরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এপি এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী এম. ডি. কামাল উদ্দিন আহমেদ, ভাইস-চেয়ারম্যান (এ এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী দিলু আরা, সম্মানী সম্পাদক মো. সোবহান মিয়া, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ পিইঞ্জ., কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী ইলোরা নাহিদ , কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী শেখ মারুফুল হক, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. মাহমুদুল হাসান, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, প্রকৌশলী মো. আব্দুল খালেক, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ।

পবিত্র কোরআন তেলওয়াত করেন স্থানীয় মসজিদের পেশ ইমাম জনাব মো. ইলিয়াস আলী। সবশেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণকারী জাতির পিতাসহ সকলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

জামালপুর উপকেন্দ্র

জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০১৮ সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় আইইবি, জামালপুর সাব-সেন্টার কর্তৃক স্থানীয় পাউবো রেস্ট হাউজে আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। জামালপুর সাব-সেন্টারের চেয়ারম্যান এবং পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী নব কুমার চৌধুরী এতে সভাপতিত্ব করেন। মর্মস্পর্শী হৃদয়বিদারক দিবসটি এবং তৎপরবর্তীতে জাতীয়ভাবে করুণ পরিণতি সম্পর্কে সাব সেন্টারের প্রকৌশলীবৃন্দ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সভাপতির ভাষণে প্রকৌশলী নব কুমার চৌধুরী উল্লেখ করেন সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত লক্ষ শহীদের রক্তস্নাত যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত জাতির পূর্ণগঠনের মহান ব্রত নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়দ্বিপ্ত বিশ্ববরেণ্য কালজয়ী নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমান যখনই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মাত্র-তখনই দিকভ্রান্ত সেনা সদস্য কর্তৃক স্বপরিবারে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। বাংলার ললাটে অঙ্কিত হয় কলঙ্ক। এতে সংঘটিত ক্ষতি পূরণীয় নয়। স্বজনহারা অশ্রুসিক্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় জাতি পুনরায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তিনি ক্রমান্বয়ে জাতিকে অগ্রসরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আন্তরিক আহ্বান জানান এবং কিংবদন্তী ও অবিসংবাদীত নেতার জন্য দোয়ান্তে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জাতীয় শোকদিবসের আলোচনা সভার একাংশ

Engineering Staff College, Bangladesh (ESCB)

IEB HQ, Ramna, Dhaka-1000.

Tel: 880-2-9574144 Fax: 88-02-7113311

E-mail: info@esc-bd.org, escbieb@gmail.com; web: www.esc-bd.org

A. Training on Engineering, Technology and Management Related Subjects, Main & City Campus

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Training Course on A/C Inverter Drives	21
2	Introduction to Building Construction Regulations and Bangladesh National Building Code (BNBC)	15
3	Training Course on Computer Aided Project Management	18
4	Training course on Operation, Maintenance & Trouble Shooting of Electrical Machines	15
5	Training Course on Electrical Services for Buildings and Industries	12
6	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	36
7	Training Course on Fire Fighting System (FFS), Fire Detection System (FDS) & Fire Safety Assessment (FSA)	12
8	Training Course on Fire Safety in Building	9
9	Training Course on Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Systems	36
10	Industrial Instrumentation and Control Engineering	30
11	Training Course on Microcontroller	36
12	Occupational Safety, Health & Environment Management (OHEM)	18
13	Pile Foundation : Design and Construction	15
14	Training Course on Programming of PLC for Industrial Automation, Maintenance and Troubleshooting of PLC System	50
15	Training Course on Plumbing Technology	12
16	Training Course on Project Management using PRIMAVERA	30
17	Training Course on Advanced PLC Course (Siemens S7 – 300 PLC)	24
18	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Civil Engineering Structures using STAAD.Pro Software	30
19	Public Procurement Management (PPA 2006 & PPR 2008) (Localy Organized by ESCB)	30
20	Electronic Government Procurement (e-GP)	20

B. Training on Computer and IT Related Subjects, City Campus, Ramna, Dhaka

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Hardware Maintenance &Network Essentials (Module-I)	60
2	Networking & Windows 2008 Server (Module-II)	60
3	Redhat Certification and Linux (Friday) (Module-III)	80
4	Computer Fundamentals (Evening)	48
5	AutoCAD (2D)	40
6	AutoCAD (3D)	24
7	RDBMS Programming with Oracle (Friday)	70
8	Geographic Information System (GIS)	48
9	Website Design and Development (Module-A)	60

অভিনন্দন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর আজীবন সম্মানী সদস্য দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানে মানবিক ও দায়িত্বশীল নীতির জন্য 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' এবং '২০১৮ স্পেশাল ডিস্টিংকশন অ্যাওয়ার্ড ফর আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্ট' পাওয়ায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)

সদর দফতর ঃ রমনা, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৫৯৪৮৫, ৯৫৫৬১১২, ৯৫৭৩৩৮৩; www.iebbd.org

সকল প্রকৌশলীগণকে আহ্বান জানানো হয়। আলোচনা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গ সহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলমিনের দরবারে দোয়া করা হয়।

দোয়া মাহফিলের একাংশ

ফরিদপুর কেন্দ্র

জাতীয় শোক দিবস পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন ফরিদপুর কেন্দ্র এর উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর ৪৩তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে সকাল ৮:০০ ঘটিকায় আইইবি, ফরিদপুরে একটি র‍্যালি আইইবি কেন্দ্র হতে ভাঙ্গা রাস্তার মোড় হয়ে আম্বিকাময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পন করা হয়। এ সময় আইইবি, ফরিদপুর কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় ২০২১ সাল নাগাদ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত, উন্নত প্রযুক্তি-নির্ভর সমৃদ্ধ ও সুখী বাংলাদেশ তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার উপর জোর তাগিদ দেয়া হয়। র‍্যালিতে উপস্থিত প্রকৌশলীগণ গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতিসত্তার রূপকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি এবং আরো স্মরণ করেন ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের প্রতি। প্রকৌশলীগণ স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেন। আলোচনা শেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রূহের মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

উক্ত আলোচনা সভা ও র‍্যালিতে সভাপতিত্ব করেন আইইবি ফরিদপুর কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান মো. আমিনুর ইসলাম খান বিভাগীয় প্রধান সিভিল ডিপার্টমেন্ট, ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর ড. প্রকৌশলী মো. লুৎফর রহমান।

জাতীয় শোক দিবসে র‍্যালির একাংশ

খুলনা কেন্দ্র

জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০১৮ খ্রি. সকালে শোক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন খুলনা কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. শফিক উদ্দিন, তাঁর নেতৃত্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

জাতীয় শোক দিবসে র‍্যালির একাংশ

এছাড়া বিকালে খালিশপুরস্থ আইইবি'র সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আইইবি খুলনা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রফেসর ড.